ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■30 September, 2019 ■আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■১২ আশ্বিন১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঊষাবাজারের ছায়া !

গণধর্ষণের পর গৃহবধূকে নৃশংসভাবে খুন উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ঊষাবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। এরই মধ্যে রবিবার সন্ধ্যায় এক গৃহবধূ নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের ধারনা, গণধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটে তাকে খুন করা হয়েছে।

এদিন উদয়পুরের খিলপাড়া এলাকার এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আর কে পুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার স্বামী নতুন বাজারে একটি ইটভাট্টায় ম্যানেজার পদে কর্মরত রয়েছেন। প্রতিমাসে দুই দিনের বাড়ি আসেন। আজ তিনি বাড়ি ফিরে ঘড়ে তালা দেখে মনে করেন তার স্ত্রী হয়তবা প্রতিবেশীর কালিপুজোতে গেছেন। এই ভেবে তিনি বাজারে চলে যান। কিন্তু, বাজার থেকে ফিরেও স্ত্রীকে না দেখে কিছুটা চিন্তিত না হলেও তখন তিনি ওই এলাকায় নিজের বোনের বাড়িতে চলে যান। ঘন্টা খানেক বাদে বাড়ি ফিরে ঘড়ের দরজায় তালা দেখে তিনি তাব স্ত্রীকে খোঁজাখুজি শুরু করেন। বাড়ির একটি পরিত্যক্ত ঘরে তিনি তার স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে এই ঘটনা দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসার পর জানতে পারেন ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে উদয়পুর এসডিপিও শাস্বত কুমার, আর কে পুর মহিলা থানার ওসি আলপনা সরকার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ডগস্ স্কোয়াডও আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার গলায় কালো দাগ রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, গলা টিপে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে, পুলিশের অনুমান গণধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে।

এই ঘটনায় উদয়পুর জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে। ভর সন্ধ্যায় এক গৃহবধূকে নিজ বাড়িতেই খুন হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধর্ষণের পর মহিলাকে খুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি উঠেছে। পুলিশের দাবি, ওই ঘটনা রহস্যজনক। ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন হবে। এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ।

উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তথ্য বিকৃতি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তথ্য বিকৃতি করল কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক দাবি করেছেন, দলের ভোটের হার বেড়েছে। কিন্তু, পোস্টাল ব্যালটের তথ্য নিয়ে ভুল হিসাব দিয়েছেন সুবলবাবু। তিনি দাবি করেন, উপনির্বাচনে সরকারি কর্মচারীরা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, উপনির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে বিজেপির ঝুলিতে পড়েছে মাত্র ২৭টি ভোট। সেই তুলনায় কংগ্রেস পেয়েছে ১১৭টি এবং সিপিএম ২ শতাধিক ভোট পেয়েছে।

অথচ, উপনির্বাচনের ফলাফলের দিন রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে স্পষ্ট পোস্টাল ব্যালটে মোট ২৬টি ভোট পড়েছে। তাতে বিজেপি ১৬টি এবং কংগ্রেস ৪টি ভোট পেয়েছে। এছাড়া, ৪টি ভোট বাতিল হয়েছে এবং নোটা পড়েছে ২টি ভোট।

এই তথ্য বিকৃতি নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর দাবি, জনমনে বিভ্রান্তি তৈরির উদ্দেশ্যেই বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে চক্রান্ত শুরু করেছে।

মাফিয়ারাজ ঃ অপহৃত গাড়ি চালক মুক্তিপণ নিতে এসে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। দুষ্কৃতি থাবায় অপহৃত হন এক গাড়ির চালক। তাকে মারধর করে টাকা ছিনতাই করেও থেমে থাকেনি দুষ্কৃতিরা। তাকে অপহরণ করে মুক্তিপন দাবি করেছিল তারা। কিন্তু, মুক্তিপন নিতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন চার দুষ্কৃতি। এই ঘটনা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বোধজংনগর থানা এলাকায় সমাজদ্রোহী ও দুষ্কৃতিরা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, গাড়ি চালক অপহরণের ঘটনা এমটাই মনে হচ্ছে। শনিবার রাতে পশ্চিম নোয়াবাদি সেনপাড়া এলাকায় এক গাড়ি চালককে মারধোর, টাকা ও এটিএম ছিনতাইয়ের পর তাকে অপহরণ করে মুক্তিপন চেয়েছিল দুষ্কৃতিকারীরা। বোধজংনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মলয়নগর সাহাপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ কর অপহৃত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রদীপ কর জানিয়েছেন, তিনি পেশায় গাড়ির চালক। নিজের টিআর০১ ওয়াই ০৩৩৩ নম্বরে গাড়ি চালান তিনি। শনিবার পশ্চিম নোয়াবাদি সেনপাড়া এলাকার জনৈক বাসিন্দা তার গাড়ি রিজার্ভ নেন। তাদের নিয়ে প্রদীপ কর বিশালগড়ে যান। এবং ফিরে এসে তাদের বাড়ি পৌছে দেন। যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া বাবদ ১০০০ টাকা নিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলেই দেখা দেয় বিপত্তি। তিনি জানান, কয়েকজন দুষ্কৃতি তাকে প্রচন্ড মারধোর করেছে। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে নগদ ১৩ হাজার টাকা ছিনতাই করেছে। দুষ্কৃতিরা তার কাছ থেকে এটিএম ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকা তুলেছে। এখানেই থেমে যায়নি দুষ্কৃতিরা। তারা প্রদীপ করকে অপহরণ করে মুক্তিপনের দাবি জানান।

পুলিশের হাতে আটক চার দুষ্কৃতিকারী। ছবি- নিজস্ব।

এদিকে, অনেক রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিবারের সদস্যরা তাকে ফোন করলে প্রদীপ কর জানান, রাতে তিনি ফিরতে পারবেন না। আজ সকালে মোটরস্টেন্ড সিন্ডিকেটের এক গাড়ি চালক প্রদীপের বাড়িতে ফোন করে জানান, দুষ্কৃতিরা তাকে আটকে রেখেছে এবং মুক্তিপন বাবদ ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রদীপ করের পরিবারের তরফে পুলিশকে জানানো হয়। এরপরই পুলিশ আসরে নেমে চারজন দুষ্কৃতিকে আটক করেছে।

বোধজংনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন অপহরনের খবর পেয়ে মুক্তিপন নেওয়ার সময় দুষ্কৃতিদের আটক করার ছক কষে নেয় পুলিশ। সে মোতাবেক জিবি হাসপাতাল এলাকায় সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুড়াঘুড়ি করতে থাকেন। দুষ্কৃতিরা মুক্তিপনের টাকা নিতে এলেই তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনায় তিনজন দুষ্কৃতির নাম প্রকাশ করেছে। তারা হল, দীলিপ হালদার, ধনু হরিজন এবং প্রসেনজিৎ সরকার। অপর আরেক দুষ্কৃতির নাম জানায়নি পুলিশ।

এদিকে, ধৃত চার দুষ্কৃতিকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। ওই অপরহনের ঘটনায় বড় চক্র রয়েছে, এই অনুমানে ধৃতদের আরো জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি তাই আদালতে তাদের রিমান্ড চাইবে পুলিশ। প্রদীপ কর জানিয়েছেন, দুষ্কৃতিরা তার গাড়িটিও ভাঙচুর করেছে। পুলিশ গাড়ি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। ওই গাড়ির সামনের অংশ পুড়ো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে বোধজংনগর এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

দামে রাশ টানতে পেঁয়াজ রফতানি নিষিদ্ধ করল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। আকাশছোঁয়া লাগাম পরাতে এবং দেশিয় বাজারে জোগান বাড়াতে পেঁয়াজ রফতানি নিষিদ্ধ করল সরকার। ডায়রেক্টরেট জেনারেল অব পরেন ট্রেড(ডিজিএফটি) জানিয়েছে, এখন থেকে সব রকমের পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করা হচ্ছে। ডিজিএফটি হল বাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে থাকা একটি সংস্থা যা দেশের আমদানি ও রফতানির বিষয়টি দেখশোনা করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। সাথে এক যুবককেও আটক করেছে পুলিশ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন সাকাইবাড়ি গ্রামের এক নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পুলিশের অভিযানে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

এ-বিষয়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, রবিবার সাকাইবাড়ি গ্রামের ১ নম্বর ওয়ার্ডর বাসিন্দা তবারক আলির বাড়ি থেকে জিলাল উদ্দিন নামের এক যুবককে ১০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ আটক করা হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ধৃত জিলাল উদ্দিনের বাড়ি সাকাইবাড়ি ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। কিন্তু, তবারক আলির বাড়িতে সে লুকিয়ে ছিল। পুলিশের ধারণা, এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই তবারক আলির বাড়িতে এসেছিল সে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে তবারক আলির বাড়িতে তাকে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হয়েছে, বলেন জেলা পুলিশ সুপার।

তিনি আরও জানান, ধৃত জিলাল উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কারবারের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশে পাচার বাণিজ্যের সাথে তার সরাসরি যোগ রয়েছে। কিন্তু তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না পুলিশ। আজ তাকে আটক করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার বৃষ্টিভেজা রাজধানী আগরতলা শহর। ছবি- নিজস্ব।

আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বলদের জন্য লাইটহাউস প্রকল্পে ১০০০টি আবাসন নির্মাণ হবে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় এই প্রথম, ১,০০০টি ফ্ল্যাটের বহুতল বিল্ডিং নির্মাণে প্রকল্প হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। 'লাইট হাউস প্রকল্প' হিসেবে ওই বহুতল বিল্ডিং বিশেষ প্রযুক্তির প্রয়োগে নির্মিত হবে যাতে প্রকল্পটি ভূমিকম্প প্রতিরোধী এবং পরিবেশ বান্ধব হয়ে ওঠে।

আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বলদের জন্য কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রক ওই প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে। ৩ লক্ষ টাকার নীচে যাঁদের আয় তাঁরা আগরতলার পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্তাবিত ওই প্রকল্পে ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৩ মার্চ নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার আগরতলায়, গুজরাটের রাজকোটে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে, তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে, ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে এবং উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে ওই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন।

আগরতলায় ওই ১০০০টি ফ্ল্যাট আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের (আইসিপি) কাছে গোলচক্কর এলাকায় নির্মিত হবে। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, মন্ত্রক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বলি বন্ধে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার মন্দিরে বলিপ্রথায় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবেন রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর কথায়, বিকল্প সমাধান খুঁজে বের না করে ধর্মীয় ইস্যুতে এভাবে আদালতের রায় মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি জানান, বলিপ্রথা আমিও সমর্থন করি না। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগে হস্তক্ষেপও চাই না। প্রদ্যুতের কথায়, ত্রিপুরার মন্দিরে বলি বন্ধে মানুষের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। কারণ, প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে হঠাৎ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও জালিকাট্টু বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। অসমের কামাখ্যা বা অন্য মন্দিরেও বলিপ্রথা চালু রয়েছে।

তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করার জন্য আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ নিচ্ছি। আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন জানাচ্ছি।

দিনভর টানাপোড়েন শেষে অমাবস্যা নিশিরাতে বলি সম্পন্ন মাতাবাড়িতে

নবমীতে দুর্গাবাড়িতে মহিষ বলি নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাবাড়িতে নবমী পুজায় মহিষ বলির প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু, হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। দুর্গাবাড়িতে ওই বলি নিয়ে জেলা প্রশাসন ভিষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে, শনিবার দিনভর টানাপোড়েন শেষে অমাবস্যার নিশিরাতে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলি সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের পশু-পক্ষী বলি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আদেশের জেরে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান মন্দির কর্তৃপক্ষ। তার ওপর প্রশাসন থেকে বলি-নিষেধাজ্ঞার কাগজ মন্দিরে সেঁটে দেওয়ার সাথে সাথে দ্বন্দ্ব দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এ-সবের জন্য প্রশাসনিক অজ্ঞতা দায়ী, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঠিকই। কিন্তু সেই আদেশ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ত্রিপুরা সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে। রাজ্য সরকার এ-বিষয়ে এখনও কোনও বিজ্ঞাপ্তি জারি করেনি। ফলে অনভিজ্ঞ প্রশাসনিক আমলাদের অতি উৎসাহ দিনভর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে এক অস্থিরতা কায়েম করে রেখেছিল।

রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন দুর্গাবাড়িতে নবমীতে মহিষ বলি নিয়ে এক বৈঠক করেছেন। জেলা আধিকারীকদের এক প্রতিনিধি দল এদিন মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করেছেন। তবে, আলোচনায় কি বেড়িয়ে এসেছে তা জানাতে রাজি হননি জেলা প্রশাসনের আধিকারীকরা। নবমীতে দুর্গাবাড়িতে মহিষ বলি হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। হাইকোর্টের রায় মানলে মহিষ বলিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত জেলা প্রশাসনের। কিন্তু, এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন কিছুটা চিন্তিত। তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমায় অবস্থিত মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলিপ্রথা বহু যুগ ধরে চলছে। প্রতিদিন মায়ের আরাধনায় বলি দেওয়া হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষরা মানত করেন বলি দিয়ে মায়ের নামে তা উৎসর্গ করবেন। এই বিশ্বাস বহুকাল ধরে চলে আসছে। মহারাজ গোবিন্দ মানিক্য বলিপ্রথা বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ওই রীতি ত্রিপুরায় এখনও চলছে। গত শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্যের সমস্ত মন্দিরে বলি নিষিদ্ধ বলে রায় দিয়েছে। এতে অবশ্য ত্রিপুরায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। বলিপ্রথা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত রয়েছে। কিন্তু, হাইকোর্টের রায় এখনও ত্রিপুরায় সরকারিভাবে কার্যকর করতে কোনও ঘোষণা হয়নি।

শনিবার রাতে পঞ্জিকা মতে অমাবস্যা তিথি ছিল। প্রতি অমাবস্যা নিশিরাতে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে একটি মহিষ এবং পাঁচটি পাঁঠা বলি দেওয়ার বহু পুরনো রেওয়াজ রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩৪৬ ◻৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১২ আশ্বিন ◻ সোমবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঐতিহ্যের কংগ্রেস

দেশের সর্বপ্রাচীন দল কংগ্রেস দিনেই দিনেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। অথচ এক সময় এই দল সারা দেশ শাসন করিয়াছে। দিনে দিনেই এই প্রাচীন দল জনভিত্তি হারাইয়াছে। সংগঠন বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার তেমন কোনও উদ্যোগই এই দলের নাই। একটি পরিবারের কেন্দ্র বিন্দু ছাড়া এই দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবার মতো অবস্থা। কংগ্রেস দলকে কাজে লাগাইয়া অনেকেই লাভের অংক ঘরে তুলিয়াছেন কিন্তু এই দলকে বাঁচাইবার কোনও উদ্যোগ নিতে চায় নাই কেহ। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর রাহুল গান্ধীর বালখিল্য রাজনীতি মানুষ দেখিয়াছে। এই দলে জবরদস্ত একজন নেতা উঠিয়া আসিল না। রাহুলকে নেতা হিসাবে তুলিয়া ধরিতে এমন কি প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করিতে সোনিয়া গান্ধীর যাবতীয় চেষ্টাই তো প্রায় জলে গেল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নরেন্দ্র মোদির সম পর্যায়ে বিরোধীরা তো নেতাই খুঁজিয়া পায় নাই। বিরোধী দল কংগ্রেসও তাই বিজেপি'র বিরুদ্ধে তেমন আক্রমন শানাইতে পারে না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়া চলিয়াছে। বিরোধী কংগ্রেস সেখানে কার্য্যত মৌনী বাবার ভূমিকায় রহিয়াছেন। সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপি অন্যান্য দলের চাইতে অনেক বেশী সচল ও সতর্ক। সেখানে কংগ্রেস একেবারে দূর্বল ও অসচেতন। ফলে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস দলে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে সংগঠন শক্তি। ফলে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস বিজেপির সামান্য ধাক্কায় তছনছ হইয়া পড়িতেছে। লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক পরাজয়ের পর রাহুলের বালখিল্যপনা দেশবাসী দেখিয়াছে। সভাপতির পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে কি নাটকই না করিলেন। আসলে, দেশবাসী তো রাহুলকে দেশ নায়ক হিসাবে দেখিতে যে রাজী নহেন তাহা তো বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। তবু, তাহাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলিয়া ধরিয়া সোনিয়া অন্ধ পুত্র স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন।

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিজেপি বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়া চলিয়াছে। সর্বশক্তি দিয়া দলের শক্তি বৃদ্ধির পথেই বিজেপি যেখানে হাটিতেছে সেখানে তো কংগ্রেস একেবারেই স্তব্ধ। বিজেপির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি কার্য্যত মৌনী বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় দেশের গণতন্ত্র আজ প্রশ্নের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইভাবে যদি বিরোধী দলগুলি হাত পা গুটাইয়া নেয় তাহা হইলে বিজেপি তো অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিবে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়া তোলপাড় হইয়াছে এমন তো নহে। একদল এক দেশ নীতির পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন শাহজী। বিরোধী দলগুলির ভূমিকা হতাশাব্যাঞ্জক। এই হতাশার মধ্য দিয়া গভীর অন্ধকারই যে গ্রাস করিবে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্রের বিপদ বাড়িতে থাকে। সেই বিপদ সহসা কাটাইয়া উঠা যাইবে এমন লক্ষন তো দেখা যাইতেছে না। প্রতিবাদী শক্তির তো ইন্তেকাল ঘটিয়াছে। যাহারা এক সময় গর্জন করিত তাহারা তো মিউ মিউ করিতেছে। অনেক বিপ্লবীরাই রাতারাতি ক্ষমতাধরদের পদপ্রান্তে মাথা নোয়াইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। জাতীয় দল কংগ্রেসই যেখানে তছনছ হইয়া যাইতেছে সেখানে আঞ্চলিক দলগুলির ভবিষ্যত কতখানি উজ্জ্বল সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের পরিস্থিতি তো ভয়ানক। এনআরসি ইস্যুতে সভাপতি পদ হইতে প্রদ্যুৎ কিশোরের পদত্যাগ করিবার পর প্রদেশ সভাপতি পদ নিয়া দড়ি টানাটানি শুরু হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের নেতাদের অবস্থা কি? গণ বর্জিতদেরই তো দেখা যায় মঞ্চ আলোকিত করিতে। কয়জনের যোগাযোগ আছে সাধারণ মানুষের সংগে। কয়জন সংগঠন বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট। প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইলেন দলত্যাগে মাস্টার এক নেতা। বিজেপিতে দলত্যাগীরা এইরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান পান না। ত্রিপুরায় বিজেপির সংগঠনের মাথায় এখনও আছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁহার বিকল্প বিশ্বস্ত দল এখনও সনাক্ত করিতে পারে নাই। আর কংগ্রেসে সেই বিশ্বস্ততার মূল্য কতখানি প্রশ্ন আছে।

বিজেপির সাংগঠনিক দৃঢ়তার কাছে কংগ্রেস সামান্য দাঁড়াইতে পারিবে না। তোষামোদরা যুগে যুগেই লাভের অংক ঘরে তুলিয়াছেন। বাম আমলে যাহারা প্রবল প্রতাপ দেখাইয়াছেন, সুযোগ সুবিধা দুই হাতে নিংড়াইয়া নিয়াছেন তাহারা এই গেরুয়া আমলেও রাতারাতি রামভক্ত সাজিয়া গেলেন। তাহাদের গদগদ অবস্থা তো প্রতিনিয়তই দেখা যায়। সেই বাম ভক্তরা এখন প্রবল বিক্রমে রামভক্ত বনিয়াছেন। ১৯৮৮ সালে যাহারা কংগ্রেস সাজিয়া সব সুযোগ সুবিধা নিংড়াইয়া নিয়াছিল আজ এই বিজেপি আমলেও তাহারা দুই হাতে কামাইয়া চলিয়াছেন। আর এজন্যই বলিতে হয় সুবিধাবাদ যুগ যুগ জিও। সব দলেই সুবিধাবাদের জয়জয়কার। কংগ্রেস সেই সুবিধাবাদের খপ্পরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আর এই সুবিধাভোগীরাই কংগ্রেসকে বিসর্জনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সহজে এই দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে মনে হয় না।

প্রবল বর্ষণে ভাগলপুরে প্রাচীর ধসে মৃত ৩, খাগৌলে গাছ উপড়ে মৃত ৪ : রাজ্যজুড়ে জারি "লাল" সতর্কতা

পটনা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বিহারের খাগৌল এলাকায় একটি অটোর ওপর একটি গাছ উপড়ে পড়ে যাওয়ায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ভাগলপুরে এটি বর্ষণের জেরে একটি বাড়ির প্রাচীর ধসে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আটকে পড়া সকলকে উদ্ধারের কাজে হাত লাগিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির প্রভাবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আটকে পড়া নাগরিকদের উদ্ধার করতে মোতায়েন করা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)। বিহারে বন্যা ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭। রাজ্যের বন্যার পরিস্থিতি নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এদিন জানিয়েছেন, 'গতকাল থেকে কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং গঙ্গা নদীর জল ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রশাসন ঘটনাস্থলে রয়েছে। স্থানীয় মানুষের সহায়তা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধে পর্যন্ত বৈশালী ও নওয়াদা এলাকায় প্রায় ২০০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। সমস্তিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ১৭৫ মিমি। শনিবার সকাল থেকেই বিপর্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থা। রবিবারও অবস্থা তথৈবচ। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে রেল ও সড়ক। বাতিল করা হয় ১০টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বাতিল করা হয় দুরপাল্লার ট্রেনও। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, গুজরাট লাগোয়া আরব সাগরে একটি নিম্নচাপের জন্ম হয়েছে। যা নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত ওই অক্ষরেখায় মিশে গিয়ে সেটিকেই আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। যার পরিণতি, শনিবারের বৃষ্টি। মৌসম ভবন জানিয়েছে, এর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি চলছে বিহারে। আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার বলেছেন, 'এ জাতীয় পরিস্থিতি কারও হাতে নেই, এটি প্রাকৃতিক বিষয়। সকলকে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্য কমিউনিটি রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

গুরুটা অনেকটা 'হযবরল'-র মতো। বেজায় গরম। ধর্মতলা চত্বরে একটা কাজ সারতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছি। এমন সময় ভোলাকাকুর ফোন এল। তিব্বতে যাওয়ার উপদেশ না দিয়ে কাকু সরাসরি 'বাবা'-য় চলে গেলেন। পৃথিবীতে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁরা গোটা প্যারাগ্রাফ শেষ না করে থামেন না। খুঁজে দেখবেন, আপনার কাছেপিঠেই এই ধরনের মানুষ পেয়ে যাবেন। অভোলাকাকু সেই গোত্রের তাই, বোবা হয়ে গিয়ে শুনতে লাগলাম। কাকু বলে চললেন—'বাবা' অর্থাৎ, গুমনামি বাবার কথা বলছিরে। আমি তো প্রথম থেকেই জানতাম। এবার সিনেমা হয়ে আসতে চলেছে। হুঁ হুঁ বাবা, এই বার দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হওয়া আটকায়কে। ওরে, আমাদের নেতাজিই যে এতদিন ঘাপটি মেরে গুমনামি বাবা সেজে বসেছিলেন, তা বুঝতে কি আর এত সময় লাগে রে? আমাদের পটলার কথা মনে আছে তো? সেই যে এখবার ক্লাস এইটে ফেল করে বাড়ি থেকে পালালো যে পটলা। হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। তো সেই পটলাকে, পাক্কা দশ বছর পরে কীভাবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তা জানিস কি? আমি 'না' বলার আগেই উলটোদিক দিক থেকে উত্তর এল, "ওর ছাগলের মতো কান দেখে। আরে সেই যে সেবার বটতলা ট্রাভেলসের সঙ্গে বেনারস গেছিলাম না? সেবারেই তো মোগলসরাই স্টেশনে একেবারে হাতেনাতে পারড়াও করে আবার আমাদের খড়দা ফিরিয়ে আনলাম। যতই দাড়িগোঁফের জঙ্গল বানাও, ওই লম্বকর্ণ লুকবে কী করে? একেবারে কান ধরে টেনে তুললাম আমাদের গবিতে। তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস নেতাজির সঙ্গে পটলার কী সম্পর্ক? বুঝলি না তো? বুঝবি কী করে ? বুঝতে চাস না যে। আরে 'গুমনামি বাবা' কী করে? বুঝতে চাস না যে। আর 'গুমনামি বাবা' হয়ে যতই দাঁড়িগোঁফের আড়ালে তিনি নিজেকে রাখুন না কেন, ওই হাসি, ওই চোখ---ঠিক ওনাকে ধরিয়ে দেবে। এতদিনে কতটা কাজেরকাজ হল বটে। যেই সোনালি হলে সিনেমাটা লাগাবে, সঙ্গে সঙ্গ ভারতের সবথেকে হড় রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে"............, এই পর্যন্ত বলে, সেই ভোলাকাকু একটা সুদীর্ঘ শ্বাস ছেড়েছেন অমনি আমি, 'ঠিক বলথে ভোলাকাকু, তবে এখন আমার বাস এসে গেছে, পরে আবর শুনছি, কেমন,' বলেই ফোনালাপে দাঁড়ি টেনেছি।

বেলুড় মঠ-ধর্মতলা মিনিবাস আসলে ইতিহাসের জগদ্দল পাথরের মতো এক যাত্রী পরিষেবা। বিগত চল্লিশ বছরে তার মধ্যে কোনও রদবদল, এমনকী জানলার রড়-বদল, কোনওটাই ঘটেনি এবং সম্ভবত আগামী চল্লিশ বছরেও সম্ভবত তাঁরা সেই ট্র্যাডিশন এভাবেই বজায় রাখবেন। সেই ঘুপচি টিনের বাক্স, সেই হাঁচু-ঘষা সিট এবং তাতে ঠাসা সহযোদ্ধার দল। কোন ও একটা বাস স্টপ এলে যেভাবে লোকজন হইহই করে নামে, তাতে ট্রোজান হার্সের পেট থেকে বেরিয়ে আসা গ্রিক সৈনিকদের কথাই মনে পড়ে যায়, তাই 'সহযোদ্ধাই' বললাম। তবে সেদিন কী যে হল, আমি হুট করে জানলার ধারে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। বসতে না বসেতই আবার ফান বেজে উঠল, আবার ভোলাকাকু। এবার অবশ্য ধরার আগেই পেয়ে গেলাম ফোনটা কেটে গেল। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, ভোলাকাকুরা কম-বেশি পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই আছেন এবং বিপুল সংখ্যাতেই আছেন। এঁরা বিশ্বাস করেন, মার্কিনরা চাঁদে পা রাখেননি, ওটা হলিউডি কারসাজি ছিল। যিশু খ্রিস্ট আশি বছর বেঁচেছিলেন, তাঁর শেষ জীবন লাদাখে কেটেছিল, শ্রীনগরে তাঁকে কবব দেওয়া হয়েছিল। চৈতন্যদেবকে পান্ডারা পুরীর মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের পাশ পিটিয়ে মারার পর, তাঁকে তোটা গোপীনাথে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। চৈতন্যদেবকে পান্ডারা পুরীর মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের পাশে পিটিয়ে মারার পর তাকে তোটা গোপীনাথে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। দেবতারা আসলে গ্রহান্তরের মানুষ। দিল্লির মরচেবিহীন লৌহস্তম্ভ ভিনগ্রহের প্রাণীরা এসে বানিয়েছিল। টুইন টাওয়ারের উগ্রপন্থী হানা জর্জ বুশ নিজে করিয়েছিলেন। মার্কিন এক ডলারের নোটে ছাপা 'আই অফ প্রতিডেনস' আসলে গুপ্ত সমিতি 'ইলিউমিনাতি'র স্বাক্ষর। বিশ্ব বিখ্যাত রক ব্যান্ড 'বিটল্স'-এর পল ম্যাকর্টনি ১৯৯৬ সালেই মারা গিয়েছিলেন এবং সেই থেকে একইরকম দেখতে একটা লোককে পল 'সাজিয়ে' রাখা হয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটা ভাঁওতা, কারণ এই শীতেও ইউরোপ এবং আমেরিকায় খুব বরফ পড়েছে এবং সবশেষে, আজকের হট টপিক---'গুমনামি বাবাই' ছদ্মবেশী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। এইরকম সব বিচিত্র ব্যাপারস্যাপার ভোলাকাকুর মতো মানুষজনকে সর্বদাই সজীব এবং তাঁদের পরিচিত মানুষজনকে উদগ্রীব করে রাখে। অবশ্য এতদিনে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি গিয়েছি যে—ভোলাকাকুর ভোলাভালা সরল মনে ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক উচ্চমানের গবেষক এবং ডেভিড ইকে-এরিক ফন দানিকেন-অ্যালেক্স জোনসদের মতো প্রমাণিত ভাঁত্তবাজরাই অবিসংবাদী সত্যান্বেষী হয়ে বসে আছেন।

(২)

নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় সত্যিই মারা গিয়েছেন কি না, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতেকেবল ভারতীয়রাই সচেষ্ট ছিল না। ব্রিটিশ,জাপানি এবং মার্কিনরাও পৃথবভাবে, বহুবার তাদের তদন্ত চালিয়েছিল। প্রত্যেকবারই, তদন্তকারী ব্যক্তি কিংবা কমিশনগুলি একটিই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন,১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তাইহোক এয়ার স্ট্রিপে বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মকরকম জখম এবং গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়ে নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল। জ্বলন্ত বিধ্বস্ত ভেঙে পড়া বিমান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে যখন নেতাজির মুখোমুখি হয়েছিলেন হাবিবুর রহমান, তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল—সেই মুখ তখন 'ব্যাটার্ড বাই আয়রন, বার্নট বাই ফায়ার'। সেই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো একমাত্র হতভাগ্য ব্যক্তি ছিলেন না নেজাতি, যেমন ছিলেন না হাবিবুর রহমান একমাত্র বেঁচে থাকা সাক্ষী। সেই একই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী জেনারেল সুনামাসা শিদেইও। জেনারেল শিদেই-এর পরিজনেরা কোনও দিন তাঁর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। শাহনওয়াজ খান কমিটির সদস্যরা জাপানে গিয়ে জেনারেল শিদেই-এর সার্ভিস রেকর্ড দেখেছিলেন লেখা আছে—মৃত্যুর তারিখ ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫। মৃত্যুর স্থান তাইবোকু এয়ার স্ট্রিপ, মৃত্যুর কারণ—ডেথ বাই ওয়ার। একজন সৈনিকের কাছে এর থেকে সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। হাবিবুর রহমান ছাড়াও আরও ছ'জন জাপানি সহযাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই ছ'জন জাপানি সৈনিকের মধ্যে পাঁচজন---লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শিরো নোনোগাকি, লেফটেন্যান্ত কর্ণেল তাদেও সাকাই, মেজর তারো কোনো, ক্যাপ্টেন কেইকিচি আরাই এবং মেজর ইহাহো তাকাহাসিকে একাধিকবার ভারতের ব্রিটেনের এবং জাপানের বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিশনের প্রতিনিধিরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলন। তাইহোকু এয়ার স্ট্রিপের গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়াররা এবং গ্রাউন্ড স্টাফেরা যাঁরা সেই অভিশপ্ত 'টুইন-ইঞ্জিন হেভি বম্বার অফ ৯৭ /২ (স্যালি)' মডেলের বিমানটিকে শেষবার দেখভাল করেছিলেন এবং বিমানটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও বয়ান নেওয়া হয়েছিল। নেতাজির জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টায় যাঁরা তাঁর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, তাইপেই নানমোন মিলিটারি হাসপাতালের তৎকালীল ভারপ্রাপ্ত সার্জেন ড. ক্যাপ্টেন ইওশিমি তানেওশি, তাঁর সহকারী ড. সুরুতা, এমনকী সেই চিনা নার্স সান পি শাকেও খুঁজে বেরকরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। নেতাজির মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন ইন্টারপ্রেটার নাকামুরা। নাকামুরা যখন হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন, তখনও নেতাজি কথা বলছেন। নাকামুরাকে নেতাজি বলেছিলেন, 'আমার আরও কিছু লোক আমার পরেই ফরমোসা এসে পৌঁছবে। ওদের একটু দেখাশোনা করবেন। তাঁর আধঘণ্টা পরেই খোঁজ নিয়েছিলেন, জেনারেল শিদেই কোথায়? তারকিছু পরে,রাত ন'টা নাদাগ বলেছিলেন, 'আমি একটু ঘুমতে চাই'। সেই নেতাজির শেষ কথা। নাকামুরা, মেজের নাগামোতো এবং হাবিবুর রহমানের উপস্থিতিতে নেতাজির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। নাকামুরা, নাগামোতোর বয়ানও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৪ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারে সেই ইন্টারভিউগুলি ঘটেছিল বিভিন্ন স্থানে এবং বিচ্ছিন্নভাবে। এঁদের প্রত্যেকের বিবরণের সঙ্গে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট হুবহু মিলে গিয়েছিল। সকলেই নিঃসংশয় ছিলেন বিমান দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে।

সকলেই, কিন্তু, একজন ছাড়া। ফয়জাবাদের জনৈক 'গুমনামি বাবাই' স্বয়ং নেতাজি---প্রথম থেকে এই কথা একরকম ঘোষণাই করে, ১৯৯৯ সালে আসরে নেমেছিলেন অবসপ্রাপ্ত বিচারক মনোজ মুখার্জি, শুকু হয়েছিল নেতাজি মৃত্যু 'রহস্যে' আরও এক কমিশন। এবং রহস্য গল্প গিলে খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতই 'মুখার্জি কমিশন' জনমানসে বেশ সাড়া ফেলেছিল। যথা সময়ে, মুখার্জি কমিশনের সুপারিশ মতো, 'গুমনামি বাবা এবং বসু পরিবারের ডিএনএ পরীক্ষা করে তুলনা করা হয়েছিল। আবার। নেতাজির হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতের লেখা বিশষজ্ঞকে দিয় মিলিয়ে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এসবের কোনওটাই যখন মেলেনি, তখন কমিশন গঠনের সাত বছর পর, এক বিচিত্র রিপোর্ট পেশ করেছিলেন মনোজবাবু। সেই রিপোর্টে উনি জানিয়েছিলেন, ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্টা, তাইহোকুতে নাকি কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। অবশ্য, ২০১০-এর একটি ইন্টারভিউতে একথা স্পষ্ট হয় গিয়েছিল যে, প্রথম থেকেই একটা পূর্বকল্পিত ধারাণা নিয়েই তিনি তাঁর কাজে নেমেছিলেন। বলা বাহুল্য, পার্লামেন্টে মুখার্জি কমিশনের সেই রিপোর্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, প্রথম কয়েক দশক জুড়ে নেতাজি এরক মৃত্যু দেশের এক বড় অংশ অস্বাভাবিকভাবেই অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি। এক না একদিন তাদের দেশনায়ক ঘরে ফিরবেন, এই বিশ্বাস অনেক দিন ধরেই প্রবহমান ছিল। জনগণের এই আবেগকে কাজে লাগিয়েছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ এবং কিছু বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল। জন্ম নিয়েছিল একে পর এক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

আজ অবধি নেতাজিকে অমুক জায়গায় তমুকের বেশে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে যতগুলি বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, তাঁর কোনওটিরই বাস্তবসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(৩)

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে, মার্কিন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ কোনও না কোনও ষড়যন্ত্র তত্ত্বে 'বিশ্বাস' করেন। ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ ক্যারন ডগলাস তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে এই 'কনস্পিরেসি থিওরিস্টদের' কোনও একটা ঘটনায় 'বিশ্বাস' এবং সেই বিশ্বাসের লাগাতার প্রচারের কারণ হিসাবে এক ধরনের আত্মমুগ্ধতার প্রতিপালন এবং কোনও একটা প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিকে দায়ী করেছেন।

প্রথমটি, আত্মমুগ্ধত। আমিই সবথেকে সুন্দর আমি সবার থেকে একচু আলাদা, আমি অন্যরকম সিনেমা বানাই---এই ধরনের নারসিসিজম আর কী। দ্বিতীয়টি, অভিসন্ধি, মোটিভ---তা হতে পারে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা আরও অন্য কিছু। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, গুজব ইত্যাদি বাজারে চিরকালই 'খায়' ভাল। তবে তাইহোক বিমানবন্দরে একটি বিমানের ভেঙে পড়া এবং সেই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটিকে নতুন করে এক ' অন্তর্ধান রহস্য' মোড়ক বই এবং চলচ্চিত্র রূপে পেশ করার নেপথ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক বিপণ্ণ নেই। এখানেও সেই একই আত্মপ্রচার এবং প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধির গড্ডলিকা কাজ করে চলছে। বুঝিয়ে বলছি।

কগনিটিভ সাইকোলজির অধ্যাপক ডেভিড লুডেন 'সাইকোলজি টুডে'-তে লিখেছেন---'ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি আসলে কিছু ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন ধরুন, হয়তো কারও ধারণা ছিল অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনি। কিন্তু যেই সে জানতে পারল, সিডনি নয়, অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী আসলে ক্যানবেরা, একটু অবাক হলেও সে নিজের ভুল শুধরে নিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কোনও ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার নেপথ্যে কোনও অভিসন্ধি থাকে, সেক্ষেত্রে ভুল শুধরে নেওয়াটা সহজ হয় না।' এটা আসলে বিপণ্ণের এক প্রাচীন পদ্ধতি---বোঝাতে না পারলে,বিভ্রান্ত করে দাও। 'কনভিন্স' করতে ব্যর্থ হলে, 'কনফিউস' করে দাও। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'-এর কথা। আমরা জানি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের জন্য বিশ্বের উষ্ণতা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় থেকে বাঁচার পন্থা হিসাবে বিশেষজ্ঞরা যে পদপেক্ষগুলি রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের করতে উপদেশ দিচ্ছেন তা মেনে নিলে মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রার ব্যাপক এবং কঠোর পরিবর্তন আবশ্যিক। এদিকে, যারা প্রচার চালাচ্ছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন ব্যাপারটা একটা ভাঁওতা, তাঁরা বলছেন, 'ধুর, এসব বাজে কথা, ভিত্তিহীন। দেখতে পাচ্ছেন না এ বছর কী রেকর্ড-ভাঙা ঠাণ্ডা পড়ছে?' এই যুক্তি শুনে, একটা বড় সংখ্যক মানুষের মধ্যে দোটানার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, হুট করে নিজের 'কমফোর্ট জোন' থেকে বেরিয়ে না আসার একটা ছুতো আমাদের সামনে রুপোর থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। এখানে আত্মমুগ্ধতা না হলেও, আত্মসন্তুষ্টি কাজ করছে এবং 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটি ধাপ্পাবাজি'---এই থিওরি প্রচারের কায়েমি স্বার্থটা যে কিছু দৈত্যাকার কর্পোরেট সংস্থাগুলোর তাদের মালিক এবং সেই মালিকদের পকেটস্থ রাজনৈতিক নেতাদের,তাও কারও অজানা নয় আজকে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য একটা কনস্পিরেসি থিওরিই যে যথেষ্ট, তা বোঝাতে পেরেছি আশা করি। নেতাজির মৃত্যুকে ঘিরে একটা অরোপিত রহস্যের জাল বুনে চলার পিছনেও সেই 'একই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে'। নেতাজির সমসাময়িক এক রাজনেতাকে তাঁর 'চিরশত্রু' এবং আমাদের দেশের 'সুপার-ভিলেন' প্রতিপন্ন করার জন্য এর থেকে ভাল 'ফ্রেম-আপ' আর হয় না যে।

(৪)

আজ স্বাধীনতার ৭২ বছর পর দেশ জুড়ে এমন কোনও শহর বা গ্রামাঞ্চল নেই, যেখানে অন্তত এই দেশে একটাও স্কুল-কলেজ ক্লাব-রাস্তা-স্টেশন, লাইব্রেরি-স্ট্যাচু কিংবা সরোবরের সঙ্গে 'নেতাজি' কিংবা 'আজাদ হিন্দ' কিংবা 'জয় হিন্দ' জড়িয়ে নেই। তার অর্থ কি এই যে, নেতাজির ভাবধারায় সমগ্র দেশ উদ্বুদ্ধ? গোটা দেশ নেতাজিময়তায় আপ্লুত?

সাইনবোর্ডে যাই লেখা থাক, আপনি এবং আমি, দু'জনেই জানি, যে কোনও জিনিসের বহুল ব্যবহারে যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এক, নেতাজিকে নিয়ে এক বা একাধিক স্টিরিওটাইপ তৈরি হয়েছে। দুই, পুরে ব্যাপারটা ভাসা-ভাসা এবং অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিষয়, স্টিরিওটাইপ,মানে একটা 'সিঙ্গল স্টোরি'-র বিপদ। 'মেক্সিকান' মানেই ইল্লিগাল ইমিগ্রান্ট 'মুসলমান' মানেই উগ্রপন্থী 'বৌদ্ধ' মানেই অহিংসা---এই ধরনের স্টিরিওটাইপ। আর এটা থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয় বিষয়—'নেতাজি', 'আজাদ হিন্দ', 'জয় হিন্দ'---এসব শব্দের পটভূমিকা, প্রকৃত অর্থ, প্রয়োগ, তাৎপর্য এবং অজাকেরদিনে প্রাসাঙ্গিকতা—সব হারিয়ে গিয়ছে। এই ঘটনাটি, আমার মনে হয় এক ধরনের সামাজিক। তার উপর, দশকের পর দশক ধরে বহু ঐতিহাসিক সত্যের 'অমিশন' এবং 'সাপ্রেশন'ই আজকের সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এক মিথ্যার বেসাতির আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। জন্ম নিচ্ছে 'স্বঘোষিত' নেতাজি—গবেষকের দল।জয় হচ্ছে ষড়যন্ত্রবাদের। ফলে, নেতাজিরকাজ, দেশগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে চার্চ না করে মানুষ আজ মনোরঞ্জন খুঁটছে ভিত্তিহীন গসিপে। সুস্থ সমাজ এবং রাজনীতিতে এ এক বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত প্রবণতা। সেইদিন আর নেই, যখন ষড়যন্ত্রে গুজব বেচে খাওয়া লোকদেরও, কিছু অর্ধসত্য কিংবা খণ্ডচিত্রের প্রয়োজন হত। আজ গুজব রটাতে গেলে কেবল একটু সন্দেহ, একটু বিদ্বেষই যথেষ্ট। তাই ভোলাকাকুদের মতো ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিলাসীদের আজ স্বর্ণযুগ। অতএব, গোঁজামিলের গালাগল্পকে যদি বেঁধে ফেলা যায় টানটান চিত্রনাট্যে এবং অভিনয় করানো যায় তারকাদের দিয়ে, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, মুখরোচক তো হবেই। সেই ছবি দেখে এক বৃহৎ সংখ্যক দর্শক ঘাড় নেড়ে বলবেন, কী জানি বাপু, হলেও তো হতে পারে। আর পরিচালক মুচকি হেসে বলবেন ফুচকা যে হেলথ ফুড নয়, তা কি প্রমাণিথ হয়েছে? এই লেখার শেষটাও তাই অনেকেটা 'হযবরল'-র অন্তিম প্যারাগ্রাফের মতো। আরেকবার গড়ে দেখুন, মনে হয় ঠিক বুঝতে পারবেন।

(লেখায় প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দুর্নীতিবাজ-অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদপে অব্যাহত থাকবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, দুর্নীতিবাজ এবং অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর পদপে অব্যাহত থাকবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি এবং মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদপে নিয়েছি। একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যদি কেউ অসত পথে অর্থ উপার্জন করে, তার এই অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসৎ উপায় ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদপে নেয়া হবে। সে যেই হোক না কেন, আমার দলের হলেও তাকে ছাড় দেয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বিকেলে স্থানীয় ম্যারিয়ট মারকুইজ হোটেলে তাঁর সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক নাগরিক সংবর্ধনায় একথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, সমাজে অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের হার বেড়ে গেলে যেসব ব্যক্তি বা তাঁদের সন্তানেরা সৎ পথে জীবন নির্বাহ করতে চায়, তাঁদের জন্য সেটা কঠিন হয়ে পড়ে।তিনি বলেন, 'একজন সৎভাবে চলতে গেলে তাকে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে চলতে হয়, আর অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে এই ব্র্যান্ড, ওই ব্র্যান্ড, এটা সেটা হৈ চৈ, খুব দেখাতে পারে।'ফলাফলটা এই দাঁড়ায় একজন অসৎ মানুষের দৌরাত্মে যারা সৎ জীবন-যাপন করতে চায় তাদের জীবনযাত্রাটাই কঠিন হয়ে পড়ে,' যোগ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সৎ মানুষের ছেলে-মেয়েদের মনে সহসাই একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেন তাঁদের পরিবার বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারে না। বাস্তবিকভাবেই এই চিন্তা লোকজনকে অসৎ পথে ঠেলে দেয়।'উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অনিয়মের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পদপে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ আরো বেশি উন্নত হতে পারতো যদি প্রকল্পের প্রত্যেকটি টাকা যথাযথভাবে ব্যয় করা হতো।'এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোথায় ফাঁক-ফোকর ও ঘাটতি রয়েছে, কারা এই কাজগুলো করছে এবং কিভাবে,' বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আরেকটা জিনিস আমি দেখতে বলে দিয়েছি-সেটা হলো কার আয়-উপার্জন কত? কীভাবে জীবন-যাপন করে? সেগুলো আমাদের বের করতে হবে।'তিনি বলেন, 'তাহলে আমরা সমাজ থেকে এই ব্যাধিটা, একটা অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে আমাদের সমাজকে রা করতে পারবো, আগামী প্রজন্মকে রা করতে পারবো।' শেখ হাসিনা বলেন, মাদকের বিরুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত থাকবে। এটি পরিবার ও দেশকে ধ্বংস করে। মাদকের সঙ্গে জড়িত কারবারীদের আমরা খুঁজে বের করবোই।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জাতীয় বাজেট সাত গুণ বাড়িয়েছি। বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে এই বাজেটে অর্থের পরিমাণ ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আমরা চলতি বছর ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট দিয়েছি।

সব সময় সরকারের নিন্দাকারী কিছু মানুষের তীব্র সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, যখন দেশের উন্নয়ন হয়, তখন এই মানুষগুলো অস্বস্তি বোধ করে। তারা তখন প্রতিহিংসায় সব সময় বিদেশীদের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করে।গত নির্বাচনে বিএনপি'র বিপর্যয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নির্বাচনে আন্তরিক ছিল না। বরং তারা মনোনয়ন বাণিজ্যে ব্যস্ত ছিল।প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ তাঁর দলের ওপর আস্থা রেখেছে এ কারণে যে তারা জানে, আওয়ামী লীগ মতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন ও তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দলের চেয়ারম্যান একজন অপরাধী সেই দলকে মানুষ কেন ভোট দেবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার এক ছেলে অর্থ পাচারের দায়ে দন্ডিত এবং অপর ছেলে সিঙ্গাপুরে ক্যাসিনো খেলতে গিয়ে ধরা খেয়েছে।তিনি বলেন, জনগণের শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তিতে মতায় এসেছে।

দেশের বিভিন্ন খাতে ব্যাপক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই উন্নয়নে তৃণমূলের মানুষ অধিকাংশেত্রে উপকৃত হচ্ছে।বিদেশী ঋণগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ব্যাপারে তাঁর সরকার সতর্কভাবে পদপে নিচ্ছে যেন ঋণের কারণে দেশ তিগ্রস্ত না হয়।প্রবাসীদের কল্যাণে নেয়া পদপে সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার তিনটি এনআরবি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছে। প্রবাসীরা যেন দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয় সে ব্যাপারে পদপে নিতে ব্যাংক কর্তৃপরে প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রবাসীরা যেন বৈধ প্রক্রিয়ায় দেশে টাকা পাঠাতে পারে। সে পদপেও নেয়া হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে ইতোমধ্যে ১০টি বিমান কেনা হয়েছে। ঢাকা-নিউইয়র্ক রুট পুনরায় চালুর আলোচনা চলছে এবং আমরা আমাদের বিমান বন্দরের নিরাপত্তারও উন্নয়ন করেছি।বিভিন্ন স্থানে দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস স্থাপনের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ফোরিডায় একটি কনস্যুলেট অফিস খোলা হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও মাদক নির্মূল করে মানুষকে উন্নত ও সুন্দর জীবন উপহার দিতে চায়-যা ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন।তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অনুসরণে বাংলাদেশ হবে বিশ্বে সমৃদ্ধ, উন্নত দেশ এবং ুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন স্বাগত বক্তৃতা করেন। এ সময় মঞ্চে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন উপস্থিত ছিলেন।বক্তৃতার প্রারম্ভে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ আগস্টের হত্যাযজ্ঞে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে অধিক মুনাফা অর্জন আসবে : অর্থমন্ত্রী কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশে দণি এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান এবং এখানকার অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণ করে অধিক মুনাফার সুযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের কর্মম তরুণ জনগোষ্ঠীর সুযোগ বিনিয়োগকারিরা নিতে পারেন। রোববার রাজধানীর শেরেবাংলানগর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) আয়োজিত 'বাংলাদেশে সেবার মান উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি বিকাশেরেত্রে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার' বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ফরিদা নাসরীন ও এডিবির আবাসিক প্রধান মনমোহন প্রকাশ বক্তব্য রাখেন।অর্থমন্ত্রী বলেন,চীন, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে ভৌগলিক অবস্থানে রয়েছে।চীন,ভারত ও জাপান এই তিনটি বৃহৎ অর্থনীতির মাঝে থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে আঞ্চলিক যোগাযোগ, বিদেশি বিনিয়োগ এবংে গ্লাবাল আউট সোর্সিংয়ের কেন্দ্রে উন্নীত করেছে। সুতরাং কৌশলগত কারনেই বাংলাদেশকে এড়িয়ে বিশ্বের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাবশালী ২০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ উন্নীত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে যেসব দেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে তার মধ্যে বাংলাদেশ থাকবে।

মুস্তফা কামাল আরো বলেন, দেশে এখন যেসব মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে এগুলো শেষ হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রবৃদ্ধি দুই অংকের ঘরে পৌঁছে যাবে। তাই উদ্ভাবনে গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রযুক্তি আনার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে রোবোটিকস, আর্টিফিয়াল ইনটেলিজেন্স বায়োটেকনোলজি ও ন্যানো টেকনোলজির ভূমিকা অনেক বেশি। যেখানে ব্লক চেইনের গুরুত্ব বিবেচনায় নিতেই হবে। এর মাধ্যমে কিছুেত্রে হয়ত চাকুরি কমে যাবে, তবে আবার নতুন নতুন চাকুরির সুযোগ তৈরি হবে এবং মানবসম্পদ সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে এডিবির আবাসিক প্রধান মনমোহন প্রকাশ বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এখন বিশ্বে রোল মডেল। সম্প্রতি এডিবির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে দণি এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে অগ্রগামী। বাংলাদেশে এবারের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, রেমিটেন্স প্রবাহ বেশ ভাল। প্রতিবছর শ্রমশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে ২০ লাখ তরুণ। জনমিতির সুবিধা নিতে পারলে উন্নতি আরো বেগবান হবে। তিনি বলেন, বৈশ্বিকভাবে ব্লকচেইন কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এটি কার্যকর করতে পারলে সকলেত্রে কার্যকর সুসাশন, স্বচ্ছতা এবং পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ব্যাংক লুটে নেওয়া হাঙরদের ধরুন: জয়নুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।।ক্যাসিনো পরিচালনকারীদের মতো ঋণ খেলাপিদেরও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন জয়নুল আবদিন ফারুক।

রোববার সকালে এক মানববন্ধনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এই দাবি জানান।তিনি বলেন, "যেই দেশে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, ঋণ খেলাপিরা ১১ হাজার ১২০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাংক বৈধভাবে খালি করে দিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, ১১শ ৪০ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা ঋণখেলাপিরা বৈধভাবে ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছে।আমি সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, যারা আমাদের ব্যাংকে বৈধভাবে হাঙরের মতো লুট করে খেয়েছে তাদেরকে কেন গ্রেপ্তারের আওতায় আনছেন না। আমি আহ্বান জানাব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে এসেই, ওই হাঙরদের (ঋণ খেলাপিদের) ধরুন।লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমানকে নিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের 'মিথ্যাচারের' সমালোচনা করে তিনি বলেন,অসত্য কথা বলে মানুষকে দৃষ্টিকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া, আন্দোলনকে ভিন্নপথে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের পরিকল্পনা কখনো সফল হবে না। ছাড়তে হবে মতা।দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিও জানান ফারুক।

জাতীয় প্রেস কাবের সামনে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ফোরামের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এই মানববন্ধন হয়। সংগঠনের উপদেষ্টা নাসিরউদ্দিন হাজারীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় মানববন্ধনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহেদি আহমেদ রুমি, কেন্দ্রীয় নেতা কাদের গনি চৌধুরী, শাহ নেছারুল হক, ফরিদ উদ্দিন, কাজী মুনিরুজ্জামান, মাইনুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক মিন্টু সওদাগর, ইসমাইল তালুকদার খোকন ও রফিকুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

ঢাকায় ক্যাসিনোতে র্যা বের অভিযান বিদেশিদের পালাতে সহায়তার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। রাজধানীর মতিঝিল ও ফকিরাপুল এলাকার বিভিন্ন ক্যাসিনোতে র্যা বের অভিযানের পর জড়িত বিদেশিদের পালাতে সহায়তা ও গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম বৃহস্পতিবার ডিএমপি'র সদর দফতরে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে একথা জানান।তিনি বলেন, রমনা থানার কনস্টেবল দীপঙ্কর চাকমা ও ডিএমপির প্ররা বিভাগের এএসআই গোলাম হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে বিদেশীদের পালাতে সহায়তার অভিযোগ ও তাদের গতিবিধি সন্দেজনক হওয়ায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে বলেও ডিএমপি কমিশনার উল্লেখ করেন।

সম্প্রতি রাজধানীর সেগুন বাগিচার একটি ভবনের সিসি ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের বিরুদ্ধে বিদেশিদের পালাতে সহায়তার অভিযোগ ওঠে।গত ১৮ সেপ্টেম্বর র্যা ব ফকিরাপুলের ইয়ংমেনস, ওয়ান্ডারার্স কাব এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রে অভিযান চালিয়ে ক্যাসিনো পরিচালনার

ছয়ের পাতায়

কলকাতায় ইলিশের প্রথম চালান যাচ্ছে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। দুর্গাপূজা উপলে সরকারের অনুমোদন পাওয়া ভারতে ৫০০ টন ইলিশ রপ্তানির প্রথম চালান যাচ্ছে আজ সোমবার।বেনাপোল চেকপোস্ট কাস্টমস কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা আজিজুর রহমান বলেন, ২৪ মেট্রিক টন ইলিশের এ চালান রোববার দুপুরে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রপ্তানিকারকের কাগজপত্রের জটিলাতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। যাবে আজ সোমবার। ইলিশ মাছ রপ্তানি নিষিদ্ধ হলেও দুর্গাপূজা উপলে সম্প্রতি পাঁচশ' টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেয় সরকার।ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কাছে প্রিয় হলেও দেশের চাহিদা বিবেচনায় বিভিন্ন সময় তা রপ্তানি বন্ধ রাখে বাংলাদেশ সরকার। ২০১২ সালের আগে ভারতে ইলিশ রপ্তানি করা হতো। তবে ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ায় ২০১২ সালের পর ইলিশ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় সরকার।এবার প্রতি কেজি ইলিশের রপ্তানি মূল্য ৬ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজির দাম পড়বে ৫০০ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের কাস্টমস থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ইলিশের এ চালান ছাড় করা হবে বলে আজিজুর রহমান জানান।

বেনাপোলের সিএন্ডএফ এজেন্ট ''এমি এন্টারপ্রাইজের'' সত্বাধিকারী সৈয়দ মহিতুল হক রুবাই বলেন, গত বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পূজা উপলে ভারতে ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশের সব চালান সেখানে রপ্তানির নির্দেশনা রয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ভারতের কলকাতায় ইলিশ নিয়ে যাবেন। পরে সেখানকার বাজারে তা বিক্রি করবেন। মূলত কলকাতার বাজারেই এ ইলিশ বিক্রি হবে।

ইলিশের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান গাজীপুরের একুয়াটিক রিসোর্ট লিমিটে। ভারতের আমদানিকারক ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট হচ্ছে কলকাতার নাজ ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সরকারের দ্রুত পদত্যাগ ও জাতীয় সরকার গঠনের দাবি ঐক্যফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে অনিয়মের যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে তার দায় নিয়ে দ্রুত আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ এবং 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবি জানিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।কামাল হোসেন নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্যাডে তার দল গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক রেজা কিবরিয়া স্বারিত এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়,গত কয়েক দিনে পুলিশি অভিযানে রাষ্ট্রের ত ও বেআইনি কার্যকলাপের চিত্র এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনে অবাধ বাণিজ্য, আইনের শাসনকে অবজ্ঞা করার যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে তা ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর। কেবল সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এবং মদদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই ধরনের অনিয়ম-অপকর্ম সম্ভব।এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রীয় মতা কুগিত করতে গিয়ে দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্র বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ সংকটে নিপতিত হবে এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকিতে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে 'ধ্বংসপ্রাপ্ত শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার, সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রার প্রয়োজনে' দ্রুত বর্তমান সরকারের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছে তারা।জোট শরিক বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিও জানিয়েছে ঐক্যফ্রন্ট।তারা বলছে, বিদ্যমান রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক 'সংকট'

ছয়ের পাতায়

বিএনপি নেতাদের সম্পদের হিসাব ও দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ খুঁজে বের করা হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি নেতাদের সম্পদের হিসাব দুর্নীতির তথ্য ও প্রমাণ খুঁজে বের করা হবে। তিনি বলেন, বিএনপি মতায় থাকাকালে দলটির নেতা, এমপি-মন্ত্রীরা যে অবৈধ সম্পদ বানিয়েছে, তার দুর্নীতির তথ্যও বের করা হবে।

মন্ত্রী রবিবার বেলা পৌনে ১২টায় রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজের সামনে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে এক প্রেসব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ করছে উল্লেখ করে কাদের বলেন, কাজ নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগেই চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এটি চালু করা হলে জনগণ উপকৃত হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'নিরাপদ সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের বিষয়টি প্লফে গুজব। আইন সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবিষয়ে কিছুই জানে না এবং কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ দেখলাম এ বিষয় নিয়ে টিআইবি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবো। প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিব।'

ঢাকা মহানগর দণি যুবলীগের এক নেতাকে নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সেতুমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটি যথাযথ। এ বিষয়ে তিনিই বলার অধিকার রাখেন।

নিরাপদ সড়কের বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের কাজ শিগগিরই শুরু হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, টাস্কফোর্সের কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কমিটিতে রয়েছেন, খুব শিগগিরই কমিটি কাজ শুরু হবে।প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সামনে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আন্ডারপাস নির্মাণের সময় ধরা হয়েছিল ২০২০ সালের জুন মাস। কিন্তু ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই সেনাবাহিনী প্রকল্পের কাজ শেষ করবে। ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এ আন্ডারপাস নির্মাণ কর হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রথম পুশ ব্যাক পদ্ধতিতে এ আন্ডারপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও ২৫ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, ২০১৮ সালের ২৯ জুলাই শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিার্থী নিহত হলে এখানে আন্ডারপাস নির্মাণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছরের ২০ নভেম্বর এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ মেজর জেনারেল ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান, ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক কর্নেল এস, এম আনোয়ার হোসেন, রমিজউদ্দিন আন্ডারপাস প্রকল্প কর্তকর্তা মেজর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিল্লাহসহ সওজ, সড়ক বিভাগ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

অপরাধীদের দলে জায়গা দিতে দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে বিএনপি : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ রোববার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্নীতি বিরোধী ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। এমনকি দলের কেউ দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে তাকেও বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপি দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের দলে জায়গা দিতে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে।

জাতীয় প্রেসকাব মিলনায়তনে এক স্মরণ সভায় তিনি এ কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন, 'এখানেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পার্থক্য।'

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে সব ধরনের অনাচার ও অবৈধ কর্মকা- উৎখাতের জন্য অনিয়ম, দুর্নীতি, মাদক ও ক্যাসিনো তথা জুয়ার বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগে অনেক অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। কয়েকজন নেতার নৈতিক স্খলনও ঘটেছে। ক্যাসিনো তথা জুয়া একটি অবৈধ ব্যবসা এবং যারা এর সাথে জড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের সবার বিরুদ্ধে কঠোর পদপে নিচ্ছেন। এেত্রে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হচ্ছে না। এই ব্যবসার সাথে জড়িতদের কেউ রেহাই পাবে না।'ড় হাছান বলেন, অন্যদিক বিএনপি 'হাওয়া ভবন' তৈরি করে সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। এমনকি দলটি অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের দলের নেতৃত্বে রাখতে দলটির গঠনতন্ত্রের ৭ নং ধারাটি তুলে দিয়েছে।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন ও সাবেক মন্ত্রী এম এ মান্নানের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করতে 'এম এ মান্নান স্মারক পরিষদ' এই স্মরণসভার আয়োজন করে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দি, উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, ডেপুটি অফিস সেক্রেটারি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়—য়া, আওয়ামী লীগের উত্তর সিটি ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক শাহআলম মুরাদ, এম এ মান্নানের ছেলে লতিফ টিপু ও দিদারুল আলম এবং বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা বক্তব্য রাখেন।ড় হাছান বলেন, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে মিশন হিসেবে নিয়েছেন। কিন্তু বিএনপি'র নেতারা রাজনীতিকে মতায় যাওয়ার সিঁড়ি মনে করেন এবং তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকেন।' আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান আরো বলেন, 'আওয়ামী লীগ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি মতার ভাগবাটোয়ার মাধ্যমে তৈরি হওয়া একটি দল।'এ সময় এম এ মান্নানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এই মহান নেতা রাজনীতি ও সামাজিকেত্রে তার অসামান্য অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এম এ মান্নানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখার আছে।

আমির হোসেন আমু বলেন, দেশের মানুষ চলমান দুর্নীতি ও ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করলেও বিএনপি এর সমালোচনা করছে। তিনি বলেন, 'অনেক দল ও দেশবাসী এই অভিযানকে স্বাগত জানালেও বিএনপি এ পদপেকে গ্রহণ না করে উল্টো এর সমালোচনা করছে।এই বর্ষীয়ান নেতা বলেন, গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশ অন্য দল থেকে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করে। চলমান অভিযানের কারণে দুর্নীতিবাজদের কাছ থেকে বিএনপিতে অবৈধ অর্থ সরবরাহের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।' আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করার এই অভিযান অব্যাহত রাখবেন।

শুধুমাত্র ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে নয়, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধেও এই অভিযান চলবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, চলমান অভিযান শুধুমাত্র ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে নয়, যারা দেশের আইন ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। রোববার সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে ৩৫ ও ৩৬তম বিসিএস (আনসার) কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিণ ও সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে যে অবস্থানে নিয়ে গেছেন, তা ধরে রাখতে আমাদের অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যায়কারী জনপ্রতিনিধি বা কর্মচারী হোক তাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে।'এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম আসিফ ইকবাল, উপ মহাপরিচালক নিমাই কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি সুসজ্জিত খোলা জিপে প্যারেড পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রশিণার্থী কর্মকর্তারা তাঁকে অভিবাদন জানান।পরে তিনি তিনজন কৃতি প্রশিণার্থী কর্মকর্তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন।রবিউল ইসলাম শ্রেষ্ঠ ড্রিল, কাওসার জাহান শ্রেষ্ঠ ফায়ারার ও আমিনুল ইসলাম চৌকস প্রশিণার্থী কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হন।প্রশিণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরা বাহিনীতে নতুন নিয়োগ পাওয়া ৩২ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

বিভিন্ন ধরনের মজাদার কেক

ক্যাপুচিনো কেক

উপকরণ ঃ ময়দা ১৪০ গ্রাম, কোকো পাউডার ৩০ গ্রাম, বেকিং গুঁড়ো চিনি ১৫০ গ্রাম, সাদা তেল ২/১ কাপ, কফি পাউডার ৩ চা চামচ ১ বন চাচম, কফি সিরাপ কফি পাউডার ৩ চা চামচ, দুধ ৩ বড় চামচ, কফি সিরাপ ঃ পাউডার ২ চা চাচম, ব্রাউন সুগার ১/৪ তাপ, জল কাপ।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৬০ ডিগ্রিতে প্রিহিট করুন। কেক বা মাফিন মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখু ন। কফি সিরোপের সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে ফোটান। এরপর তা ঠান্ডা হতে দিন। একটি পাতেইর ময়দা, বেকিং পাউডার আর কোকো পাউডার খুব ভালো করে মেশান। অন্য একটি পাত্রে প্রথমে দই আর চিনি ফেটান, তারপর তাতে এসেন্স, সাদা তেল ওবং ৩ চা চাচম কফি পাউডার ১ টেবিল চামচ গরম জলে গুলে মিশিয়ে ভালো করে ফেটান। এবার এই মিশ্রণে ময়দার মিশ্রণ আর হালকা হাতে মিশিয়ে কেটি মসৃণ ঘোল তৈরী করে কেক মোল্ডে বা মাফিন মোল্ডে ঢেলে আভেনে ৫০-৫০ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা করে কেকটি বার করুন আর ওপর থেকে কফি সিরাপ ঢেলে দিয়ে পরিবেশন করুন।

মালাই কেক

উপকরণ, ময়দা ২২৫ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ২২৫ গ্রাম, মালাই ১কাপ বা ২০০ গ্রাম, দুধ ১ চাপ, বেকিং পাউডার ১ চা চমচ, খাওয়ার সোডা ২/১ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন। কেক বা মাফিন মোল্ডো ভালো করে তেল মাখিয়ে রাকুন। মালাই আর চিনি খুব হালকা করে মেশান না হলে মালাই ফেটে যাবে। একটি পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার আর খাবার সোডা ভালো করে মেশান, তারপর তা মালাইয়ের মিশ্রণে অল্প দুধের সঙ্গে মিশিয়েঠ একটা মসৃন ঘোল তৈরী করুন। কেক মোল্ডো বা মাফিন মোল্ডো তা ঢেলে আভেনে ৪০-৪৫ মিনিট বেক করুন।

আপেল কেক

উপকরণ ঃ ময়দা ২০০ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ২০০ গ্রাম, ডিম ৩টি, সাদা মাখন ২০০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ২ চা চামচ, কাজু-কিশমিশ বাদাম-টুটি ফ্রুটি ১ তাপ, দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চাচম, আপেল ২ টি কোরানো।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন। কেক বা মাফিন মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখুন। সব উপকরণ খুব ভালো করে ফেটান আর কেক মোল্ডো বা মাফিন মোল্ডে ঢেলে, আভেনে ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা হবলে মোল্ড থেকে বারস করে পরিবেশন করুন।

লেমন কেক

উপকরণ, ময়দা ২২৫ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ২২৫ চিনি ২২৫ গ্রাম, ডিম ৪টি সাদা, মাখন ২২৫ গারম, বেকিং পাউডার তা চামচ, গন্ধরাজ লেবুর খোসা কোরানো ২ চামচ, ওপর থেকে ঢালার জন্য, গন্ধরাজ লেবুর রস ৫০ মিলি, চিনি ১০০ গ্রাম।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৬০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন। কেক বা মাফিন মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখুন। মাখন আর চিনি খুব ভালো করে ফেটিয়ে সিনন তেল মাখিয়ে রাখুন। মাখন আর চিনি মাফিন মোল্ডে ভালো করে ফেটিয়ে নিন তারপর একে একে ডিম দিয়ে খুব ভালো করে মেশান আর ডিমের মিশ্রণে দিয়ে হালকা হাতে মেশান। শেষে লেবুর রস আর চিনি মেশান। কেকের মধ্যে কেটি শিক দিয়ে ফুটো করুন আরে লবুর রস ঢেরেল দিন। খানিকক্ষণ পর টিন থেকে বার করে কেটে পরিবেশন করুন।

অরেঞ্জ পলেন্টা কেক

উপকরণ, সাদা মাখন ২৫০ গ্রাম , গুঁড়ো চিনি ২৫০ গ্রাম, মক্কে কা আটা ১৪০ গ্রাম, ময়দা ২০০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ২ চা চামচ। কমলালেবু ২টি (রস আর খোসা কোরানো), ওপর থেকে ঢালার জন্য, অরেঞ্জ জুস ১০০ মিলি, গুঁাড়ো চিনি ১০০ গআরাম, ডিম, ৫ টা।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৬০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন, কেক বা মাফিন মোল্ডো ভালো করে তেল মাখিয়ে রাকুন। মাখন আর চিনি খুব ভালো করে ফেটান মোল্ডো ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখুন। মাখন আর চিনি খুব ভালো করে ফেটিয়োর নিন তারপর এতে ডিম জিয়ে খুব ভালো করে মেশান আর ডিমের মিশ্রন দিয়ে হালকা হাতে মেশান। শেষে লেবুর খোসা আর রস মেশান আর ফোটান। কেকের মদ্যে একটি শিক দিয়ে ফুটো করুন আর লেবুর রস ঢেলে দিন।

খানিকক্ষণ পর টিন থেকে বার করে কেটে পরিবেশন করুন।

চকলেট-পিয়ার কেক

উপকরণ ঃ সাদা মাখন ৮৫ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ৮৫ গ্রাম, কুকিং চকোলেট ৮৫ গ্রাম, ডিম ৩টি (সাদা আর হলুদ আলাদা করা) আমন্ড ৮ গ্রাম (শুকনো খোলায় ভেজে গঁড়ো করা) পাকা, নাসলপাতি ৩টি (কোরানো)।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রিহিট করুন। কেক মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখুন। মাখন আর চকোলেট মাইক্রোওয়েভে গলিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ডিমের হলুদ অংশের সঙ্গে চিনি ভালো করে ফেটান আর তারপর তাতে চকোলেট মিশ্রণ আর দাবাম গুঁড়ো মেশান। ডিমের সাদা খুব ভালো করে ফেটান যতক্ষণ না সেটা একটু শক্ত হয়ে যায় আর তারপর সেটি চকোলেটের মিশ্রণে ভালো করে মেশান। এবার হালকা হাতে নাসপাতি মেশান আর কেক মোল্ডে ঢেলে আভেনে ৪০-৪৫ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা হলে বাসন থেকে বার করে পরিবেশন করুন।

ব্রিটিশ কেক

উপকরণ, মায়দা ১ চাপ, গুঁড়ো চিনি, ডিম ৩টি , সাদা মাখন ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা চামচ, কাজু-কিশমিশ-দাবাম-টুটি ফ্রুটি-চিনি মাখানো আদা ১ কাপ, দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ, জায়ফল গুঁড়ো ১/২ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন আর কেক বা মাফিন মোল্ডো ভালো করে তেল মাখিয়ে রাকু ন। মাখন আর চিনি খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তারপর একে একে ডিম দিয়ে খুব ভালো করে ফেটান। অন্য একটি পাত্রে করে মেশান আর ডিমের মিশ্রণে দিয়ে হালকা হাতে মেশান। শেষে ড্রাই ফ্রুটস মেশান আর আভেনে ৩০-৩৫ মিনিট বেক করুন।

সিনামন নিউটেলা কেক

উপকরণ ঃ মায়দা ২০০ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি, ১৭৫ গ্রাম, ডিম ৩ টি, সাদা মাখন ১৭৫ গ্রাম, বেকিং পাউজার ৩ চা চামচ, দুধ ৪ বড় চামচ, নিউটেলা ৪ বড় চামচ, কাজু ৫০ গ্রাম কুচানো।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন আর কেক বা মাফিন মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়ে রাখুন। সব উপকরণ খুব ভালো করে ফেটান আর কেক মোল্ডে বা মাপিন মোল্ডে ঢেলে আভেনে ৬০-৭০ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা হলে বাসন থেকে বার করে পরিবেশন করুন।

অরঞ্জে কেক

উপকরণ, ময়দা ২২০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ১/২ চা চামচ খাবার সোডা ৩/৪ চা চামচ, সাদা মাখন ১৩৫ গ্রাম,, গুঁড়ো চিনি, ১১৫ গ্রাম, দুধ ৩/৪ তাপ, অরেঞ্জ ক্রাশ ৪ বড় চামচ ২ বড় চামচ জলের সঙ্গে মেশান, অরেঞ্জ জ্যুস ১/২ তাপস অরেঞ্জ জ্যাম বা মার্মালেড ২ বড় চামচ।

পদ্ধতি ঃ আভেন ১৮০ সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করুন, আর কেক বা মাফিন মোল্ডে ভালো করে তেল মাখিয়া রাখুন। মাখন আর চিনি খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিন তারপর দুধ আর ক্রাশ মিশিয়ে ফেটান। অন্য একটি পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার অরা খাবার সোডা খুব ভালো করে মেশান । কেক মোল্ডে বা মাফিন মোল্ডে ঢেলে আভেনে ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন। কেরে মধ্যে একটি শিক দিয়ে ফুটো করুন আর অরেঞ্জ জ্যুস ঢেলে দিন আর জ্যাম গলিয়ে কেকের উপরে লাগিয়ে দিন। টিন থেকে বার করে কেটে পরিবেশন করুন।

মাংস খাওয়ার কিছু নিয়ম

মাংস খাওয়া হয়। তবে তা যেন পরিমিত থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফার্স্ট কেয়ার হসপিটালয়ের কন্সালটেন্ট ডা. কামরুল জানান, “মাংস খাওয়ার বিষয়ে সবসময়ই একটু সচেতন থাকা উচিত। অতিরিক্ত মাংস খাওয়া কখনও শরীরের পক্ষে ভালো নয়।

বয়স, ওজন, উচ্চতা, কাজ করার ধরণ ইত্যাদি ভেদে মানুষের শরীরের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে পরিমিত খাবার খাওয়া উচিত।

“ভরপেট খাওয়া কখনই স্বাস্থ্য সম্মত নয়, সুস্থ সবল মানুষদেরও পরিমিত পরিমাণে মাংস খাওয়া উচিত। যাদের হৃদরোগ আছে, হার্টে ব্লক আছে, রক্ত চাপ বেশি, রখেত কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নেই তাদের জন্য গরুর মাস খাওয়াটা বেশ ক্ষতিকর।

সেক্ষেত্রে দুতিন টুকরা বা সর্বোচ্চ চার টুকরা মাংস খেতে পারেন। এর বেশি না খাওয়াই ভালো। মাংস খাবার। এর সঙ্গে ভারী খাবার যেমন পোলাও, কোরমা ইত্যাদি খাওয়া হলে তা আরও বেশি গুরুতর হয়।

এর জন্য মাংস খাওয়ার পাশাপাশি আঁশযুক্ত খাবার যেমন- সবজি, সালাদ ও তাজা ফল ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন। যাদের আলসার বা পিত্তথলিতে পাথরজনিত সমস্যা আছে তাদের মাংস খেলে খানিকটা অসুবিধা যেমন-পেট ব্যথা, বুক জ্বালা করা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সেক্ষেত্রে একটু বেছে খাওয়া উচিত। অনেকের মাংসে এলার্জি থাকে এর ফলে শরীর ও চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ চুলকায়, শরীরে র‌্যাশ দেখা দেয়। এই ধরণের সমস্যা থাকবে যতটা সম্ভব মাংস এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

অনেকের মনে আবরা এই নিয়ে নানা দ্বিমত থাকে যে, ‘বছরে একটা দিন ‘নিয়ত’ করে খাওয়া যায়’- সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টি-এলার্জিক ওষুধ খেয়ে মাংস খাওয়া যেতে পারে।

ত্বক থেকে ব্রণের মুক্তির উপায়

ব্রণ দু’ধরনের হয়। কালো এবং সাদা। তুলনায় সাদা ব্রণ বেশি হয় এবং মুখের শ্রী নষ্ট হয়। এগুলো কালো ব্রণের মতো ত্বকে ঘাম ময়লা জমার ফলে হয়। অবশ্য পেটের গণ্ডগোল থেকেও এমনটা হতে পারে। সাদা ও কালো ব্রণর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যেখানে ত্বক মোলায়েম ও ফর্সা হয়, রোমকূপে জমে থাকা তৈলাক্ত পদার্থ বাইরের স্তর পর্যন্ত আসতে পরে না। এজন্য বাইরের হাওয়া-বাতাস না লাগার কারণে এগুলোর উপরের অংশ কালো হতে পারে না, যেমন হয় কালো ব্রণের ক্ষেত্রে। এতে কালো ত্বকের উপর খুব ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যেতে থাকে। গালের ত্বক নরম হওয়ার পর এখানে এগুলো বেশি হয়। অত্যধিক চিকন বা মসৃণ ত্বকের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি সৃষ্টি করে।

প্রতিকার ঃ ত্বক পরিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সৌন্দর্য প্রসাধক শস্য দানা এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে বিশেষ সহায়ক হয় বলে দেখা গেছে। এই শস্য দানা এবং ত্বক-পোষক ক্রিম মিশিয়ে আক্রান্ত জায়গায় ঘয়ে ঘষে লাগালে উপকার হবে। এগুলো লাগানোর কিছু সময় পর ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এবং সাদা ব্রুণগুলোকে কখনো আঙুল দিয়ে টেপার চেষ্টা করা উচিত নয়। তার কারণ রোমছিদ্র উন্মুক্ত থাকে না। জোর করে টিপলে বা চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলে ত্বকের উপরি ভাগের ক্ষতিসাধন হতে পারে এবং সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

এগুলোর নিরাময়ের জন্য বাইরের যত্ন ছাড়াও জল বেশি করে খাওয়া এবং ফলের রস খাওয়া যেতে পারে। এতে উপকার পাওয়া যাবে। হালকা গরম জলের মধ্যে লেবুর রস দিয়ে পান করলেও শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

দানার অনেক সময় বিশেষ করে গরমের সময় গায়ের নানা জায়গায় ছোট ছোট দানা বেরোতে দেখা যায়। এগুলো বেশ খরখরে হয় এবং চুলকায়। এগুলো শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। তবে হাতে এবং মুখে বিশেষ করে ত্বকের মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করলে হয়। কখনো কখনো একই জায়গায় অনেকগুলো দানা বেরোতেও দেখা যায়।

এগুলোর মধ্যে নানা ধরনের চিকিৎসা আছে অবশ্য তার মানে এই নয় যে, পরে এগুলো আর কখনো হবে না। ব্রণর মতোই এগুলোকে হাত দিয়ে চাপ দেওয়া টেনে ছেঁড়া বা বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এবং এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেওয়াই ভালো। এগুলোর প্রতিরোধের জন্য যে সব বস্তু বা পদার্থের প্রয়োগ করা হয় তাতে এগুলো পর্যন্ত রক্তের সঞ্চার বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে এগুলো শুকিয়ে যায়। অধিক সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ক্রিম ও মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উপচারকে স্ক্যালরোথেরাপি বলে। তবে এর চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো ভালো।

ত্বকের দাগ তোলা ঃ নানা কারণবশতঃ হাতের ত্বকে দাগ সৃষ্টি হয়। এদের ভেতর কোনো কোনোটি দীর্ঘস্থায়ী এবং তুলতেও বেশি সময় লাগে। সাংসারিক কাজকর্ম করার ফলে এমন কিছু দাগ হাতের ত্বকে বা চেটোতে লাগে সেগুলি তুলতে খুবই সমস্যা দেখা দেয়। তবে এর মধ্যে এমন কিছু দাগ থাকে যেগুলি কোন ওষুধপত্র বা প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যেও তোলা সম্ভব হয় না। তবে কোনো প্রসাধন সামগ্রীর প্রলেপ দ্বারা কোনো দাগকে সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া যায়। হাতের এরূপ দাগ তোলার কয়েকটি উপায় সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলঃ

* যারা দীর্ঘ সময় ধরে চেয়ারে-টেবিলে লেখালেখির কাজ করেন তাদের হাতের পিঠ ও কনুই টেবিলের কাঠ বা রেক্সিনের ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে সেইসব জায়গায় ত্বক কালচে হয়ে যায়। এরূপ হলে আপনি একটি কাপে দু’চামচ (চা চামচের) ক্যাস্টার অয়েল ও একটি পাকা পাতিলেবুর রস এবং আধ চামচ গোলাপ জল নিয়ে তর্জনির সাহায্যে বার বার নেড়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। সেই মিশ্রণ দুই সপ্তাহ একদিন অন্তর অন্তর হাতের পিঠ ও কনুইয়ে আলতোভাবে ঘষে ঘষে মালিশ করুন। ৩০/৪০ মিনিট পর ঐ জায়গাটি ধুয়ে ফেলুন। এর ফলে ত্বকের কালচে ভাব দূর হবে।

অতিরিক্ত রৌদ্রে ঘোরাঘুরির ফলেও হাতের ত্বক কালচে হয়ে গেলে এই পদ্ধতিতেই উপকার পাবেন।

* যদি চর্মরোগজনিত কোন কারণে এইরূপ দাগ দেখা দেয় তাহলে জোরপূর্বক এরূপ কোন চেষ্টা না করে চর্মবিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

* দৈনন্দিন বিভিন্ন কোন কাজকর্মের ফলে হাতে কালিঝুলির দাগ হতেই পারে। এরূপ অবস্থায় আপনি পাতিলেবুর রস বা পাকা তেঁতুল দিয়ে আলতোভাবে হাত রগড়ে ধুয়ে ফেলুন। হাত পরিষ্কার হয়ে যাবে। * মোচা থোর ও এ জাতীয় কোন কষযুক্ত সবজি কাটবার সময় হাতের চেটোয় কালো দাগ হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে আপনি পাতিলেবুর সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে হাতে ঘষলেই দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

* নিত্য নৈমিত্তিক বাসন মাজার ফলেও হাতে কালো দাগ হয়। এক্ষেত্রে সাবান ব্যবহার না করে পাকা তেঁতুল ব্যবহার করুন। তেঁতুলের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে হাত ঘষলেই দাগ চলে যাবে।

শ্বাসকষ্টের জন্য বুকে ব্যথা

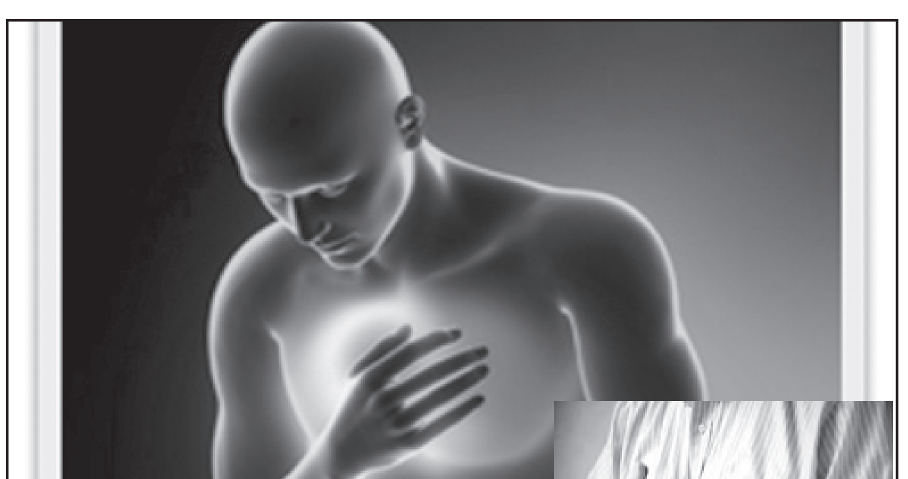

রাতটি নিঃশ্বাসের মূল্য তারাই ভালো বুঝেন যারা শ্বাসকষ্টের রোগী! বিশেষ করে যারা অ্যানজাইন বা শ্বাসকষ্টমূলক হৃদশূলে আক্রান্ত, তারা হাড়ে হাড়ে টের পান এর যন্ত্রণা। ধমনির কার্যক্রম কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলে হৃৎপিন্ড অক্সিজেনের অভাবে ধুঁকতে থাকে। এক পর্যায়ে হতে থাকে হৃদশূল বা বুকে ব্যথা। অ্যানজাইন বা শ্বাসকষ্টমূলক হৃদশূলের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য রইল ৬টি উপায়। ধূমপান ত্যাগ করুন--- ধূমপান রক্তে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, অক্সিজেন বিচ্যুত হয় তার স্ব-অবস্থান থেকে। ফলে ধমনির কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় এবং হৃদপিন্ডে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছায় না। সিগারেটের ধোঁয়া ধমনির রক্তের অতি ক্ষুদ্র পর্দাবিশেষকে জোড়া দিয়ে একত্রিত করে। ফলে চূড়ান্তভাবে দেহে বাসা বাঁধে অ্যানজাইন বা শ্বাসকষ্টমূলক হৃদশূল। তাই ধূমপান ত্যাগ করে নির্মল বায়ু সেবনের অভ্যাস গড়ে তুলুন। পরিমিতি খাদ্য গ্রহণ করুন--- খাওয়ার সময় অল্পই সর্বোত্তম— কথাটি গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ, চর্বিজাতীয় খাবার খেলে শরীরের রক্তচাপ দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে অ্যানজাইনায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। স তর্ক থাকতে হবে মোট ক্যালরি গ্রহণের বেলায়ও। ব্যায়াম করুন--- শ্বাসকষ্ট বা পীড়ন হ্রাসে ব্যায়াম খুবই কার্যকর। তাছাড়া ব্যায়াম দেহের ওজন কমাতেও সাহায্য করে। রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখায় ব্যায়াম অতুলনীয়। ফলে ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। তবে একজন অ্যানজাইনা রোগীকে জানতে হবে, বুঝতে হবে যে কোন ধরনের ব্যায়াম কখন এবং কতক্ষণ করা যাবে। এব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাটা আবশ্যক। বিশ্রামের কৌশল জানুন— শিথিলায়ন বা বিশ্রাম শরীরে প্রাণশক্তি জোগায়। কিন্তু চাইলেই প্রচুর বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। জীবন সংগ্রামের জন্য কাজের মাঝে ডুবে থাকতে হয়। তবুও বিশ্রামের সময় পাওয়া সম্ভব যদি সুচিন্তিত পরিকল্পনার আওতায় দিনের চব্বিশ ঘন্টাকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। অ্যানজাইনা রোগীর জন্য বিষয়টি খুবই জরুরি। খাদ্যে তেল নিয়ন্ত্রণ করুন— যতদূর সম্ভব তেলজাতীয় খাবার এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে চর্বিবিহীন মাংস খান। মাংসের কোলেস্টেরলে পূর্ণ বিভিন্ন অংশ যেমন যকৃৎ, গুর্দা ইত্যাদি খাবার হিসেবে গ্রঙণ করা থেকে বিরত থাকুন। দিনের খাবারে তেলের পরিমাণ ৫-৭ চা চামচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন। হাঁস মুরগির চামড়া খাবেন না। রান্নার পূর্বেই তা সরিয়ে ফেলুন। প্রতিদিনের খাবারে শাকসবজি ও ফলমূলের পরিমাণ বাড়ান। অ্যানজাইনা যখন রাতে— অনেকেরই অ্যানজাইনা সংক্রান্ত সমস্যা রাতে হয়। সেক্ষেত্রে ভালো হয় যদি ঘুমের সময় মাথা বিছানা থেকে ৩-৪ ইঞ্চি উপরে রাখা হয়। এতে করে রক্তের স্রোতধারা থাকবে পা মুখী। পলে অ্যানজাইনা যেসব কারণে হয় তার সম্ভাবনা কম থাকবে।

রবিবার আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত প্লাস্টিক বিরোধী র‍্যালীর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

দর্শক টানতে করিমগঞ্জের ইয়ুথ স্কোয়ার-এর নানা উপস্থাপন এবারের দুর্গা পূজায়

করিমগঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকতার সঙ্গে দশভূজার বন্দনা করে আসছে করিমগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইয়ুথ স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি। এবারও এই পরম্পরা বজায় রাখতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখতে কার্পণ্য রাখছেন না কমিটির কর্মকর্তারা। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এবার তাঁদের পূজার মূল ভাবনা 'প্লাস্টিক বর্জিত পরিবেশ', সঙ্গে গাছের চারা রোপণ ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

কমিটির সভাপতি মুন্না দেবরায় ও সম্পাদক দেবজ্যোতি রায় জানান, এবারের বাজেট তাঁদের ১২ লক্ষ টাকা। তবে প্রয়োজনে বাজেটের বহর বাড়তে পারে। এবার এই পুজো ৪৫-তম বর্ষে পা দিয়েছে।

দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে চন্দননগরের আদলে বিলাসিপাড়ার আলোকশিল্পীরা আলোকসজ্জায় নিয়োজিত হয়েছেন। কাল্পনিক মন্দিরের আদলে ৬০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ তৈরি করে পুজো দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে স্থানীয় শিল্পীরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, মূল মণ্ডপ থেকে ৫০০ মিটার দূরে ৫৫ ফুট উচ্চতার সুবিশাল প্রবেশদ্বার দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাবে। প্রবেশদ্বারকে নানা আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে। স্থানীয় মৃৎশিল্পী প্রদীপ পাল মায়ের মূর্তি নির্মাণ করছেন।

দুই কর্মকর্তা জানান, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যায় দর্শনার্থীদের মন মাতাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সপ্তমীর সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন মাতাবেন। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যায় দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন দিতে অসমের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী ও চলচিত্র গায়িকা রাগিনী ও তাঁর রাগিনী মিউজিক্যালসসঙ্গীত পরিবেশন করবে। প্রতিমা নিরঞ্জনেও বিশেষ আকর্ষণ থাকবে বলে কমিটির সভাপতি মুন্না দেবরায় ও সম্পাদক দেবজ্যোতি রায় হিন্দুস্থান সমাচার-কে। তাছাড়া পুজোর প্রতিদিন দরিদ্রনারায়ণ সেবারও ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান তাঁরা।

নারদাকাণ্ড : মির্জাকে নিয়ে মুকুল রায়ের ফ্ল্যাটে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল সিবিআই

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নারদাকাণ্ডে ধৃত পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য যাচাই করতে রবিবার এসএমএইচ মির্জাকে নিয়ে এলগিন রোডের মুকুল রায়ের ফ্ল্যাটে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। শনিবার নিজাম প্যালেসে প্রায় আড়াই ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে। সেখানে বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপার, নারদাকাণ্ডে গ্রেফতার মির্জার মুখোমুখি বসিয়েও জেরা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নন সিবিআই অফিসাররা। তাই রবিবার হঠাতই মুকুল রায়ের এলগিন রোডের ফ্ল্যাটে মির্জাকে নিয়ে হাজির হল সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, জেরায় মির্জা তাঁদের জানিয়েছেন, তিনি যা করেছেন তা মুকুল রায়ের নির্দেশে। এলগিন রোডের ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনি মুকুল রায়কে বিপুল অঙ্কের টাকাও দেন বলে দাবি প্রাক্তন পুলিশ সুপারের। সেই অনুযায়ী সিবিআই অফিসাররা এদিন মির্জাকে ওই ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছেন। করা হচ্ছে পুরো ঘটনার ভিডিয়োগ্রাফিও। এর ফলে মুকুল রায়ের চাপ বেশ কয়েকগুণ বাড়ল বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের। নারদ-ফুটেজে ব্যবসায়ীর ভেক ধরা ম্যাথু স্যামুয়েলের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আইপিএস এসএমএইচ মির্জাকে মুকুল রায়ের নাম নিতে শোনা গিয়েছিল।

আবার মুকুলের মুখেও শোনা গিয়েছিল বর্ধমানের তৎকালীন পুলিশ সুপার মির্জার নাম (ওই ফুটেজের সত্যতা যদিও 'এই সময়' যাচাই করেনি)। সেই মির্জাকে গ্রেফতারের পরই মুকুলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তাঁকে তলব করেছিল সিবিআই। একদা তৃণমূলের ডাকসাইটে দু'নম্বর থেকে বিজেপির নেতা হয়ে ওঠা মুকুলকে শুক্রবার হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়ে তদন্তকারীদের জানান, ব্যস্ত রয়েছেন। তাই তাঁকে দিন কয়েক সময় দেওয়া হোক। যদিও বাড়তি সময় দিতে রাজি হননি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। যার জেরে শনিবার মুকুল রায় সিবিআই দফতরে আসেন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার হিন্দিতে লেখা নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, সকল দেশবাসীকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা। জয় মাতা দি! শক্তির এই আরাধনায় সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। মা দুর্গা সবার জীবনে নতুন উদ্যম, নতুন আশায় ভরে তুলুক। জয় অম্বে, জগদম্বা মা। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও ৯ দিন ধরে নবরাত্রি পালন করবেন। ২০১২ সালে নিজের লেখা একটি ব্লগে তিনি জানিয়েছিলেন যে বিগত ৩৫ বছর ধরে তিনি নবরাত্রি পালন করে চলেছেন।

এদিন নিজের অপর একটি ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, নবরাত্রির প্রথমদিন মা শৈলপুত্রী আরাধনা করা হয়। তিনি শান্তি ও শক্তির প্রতীক। বিশ্বের পালন কর্তা। নিজের অপর একটি ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ সম্বলিত একটি ভিডিও পোস্ট করেন।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে শক্তির আরাধনা। শক্তির উপাসনার এই উৎসবে সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন। জয় মাতা দি।

এ বছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত নবরাত্রি পালন করা হবে। মা দুর্গার নয়টি রূপের আরাধনা করা হবে। গুজরাট, মহারাষ্ট্রে এই উৎসব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নবরাত্রি, দুর্গা পুজো, গরবা, দশেরা, দীপাবলী, ভাইফোঁটা, ছট পুজো উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্লাস্টিকের একক ব্যবহার না করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ই-সিগারেটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষ নেশা থেকে দূরে থাকার আহ্বান করেন। তিনি জানিয়েছেন, তামাক সেবনের ফলে প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে। তামাকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে মস্তিষ্কের বিকাশ অবরুদ্ধ হয়। সকল দিক দিয়ে তামাকজাত দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রবিবার মন কি বাতের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে বিদেশ সফরের আগে তিনি কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরকে ফোন করে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। বর্ষীয়ান গায়িকার সুস্বাস্থ্যও কামনা করেন। পাশাপাশি লতা মঙ্গেশকরের আশীর্বাদ যেন সবার উপর বর্ষিত হয় তাও কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন। নিজের বিদেশ সফরের আগে তাকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনসুকিয়ায় বহু লক্ষ টাকা এবং আফিং-সহ গ্রেফতার এক

তিনসুকিয়া (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত লেখাপানি বপুল পরিমাণের আফিং উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক নেশা কারবারিকে।

রবিবার এ খবর দিয়ে তিনসুকিয়া জেলা পুলিশ প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার লেখাপানির ২ নম্বর বিছাগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁরা বিরাট সাফল্য পেয়েছেন। পুলিশি অভিযানে জীবন ছেত্রী নামের জনৈক ব্যক্তির ঘর থেকে ৪৪৩ গ্রাম আফিং এবং হিসাব বহির্ভূত নগদ ৬.৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জীবন ছেত্রীকে লেখাপানি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ১৩১/১৯ নম্বরে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জীবন ছেত্রী এবং এলাকায় নেশা কারবার সম্পর্কে লেখাপানি থানার ওসি পুরঞ্জয় বরা তদন্ত করছেন।

জুয়া খেলার দায় গ্রেফতার আরসালানের মালিক

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জুয়া খেলার দায় হাতেনাতে পুলিশের কাছে ধরা পড়লেন আরসালান রেস্তোরাঁর মালিক আখতার পারভেজ। শনিবার গভীর রাতে কলকাতার একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্রেন্ডস ক্লাব থেকে অভিযান চালিয়ে বছর ৫৭ আখতার পারভেজকে গ্রেফতার করা হয়। রীতিমতো পোকার বোর্ড বসিয়ে জুয়া খেলা হচ্ছিল বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ৯৪৩০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে শেক্সপিয়ার সরণী থানায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি এবং ৪২০ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যাম্বিলিং এন্ড প্রাইজ কমপিটিশনের আইনের ৩, ৪, ১২ নম্বর ধারাও অভিযোগ বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার এজেসি বোস রোডে আরও একটি পানশালায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে ৯০,০০০ টাকা, ৪০০ চিপ, ডিভিআর রাউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুইটি থানা এলাকার দুইটি পানশালায় অভিযান চালিয়ে সব মিলিয়ে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চিনে বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত ৩৬

বেজিং, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে ৩৬ জন নিহত হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর আহত ৩৬। শনিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চিনের পূর্বাঞ্চলের জিয়াংসু প্রদেশে চ্যাংচুন-শেনঝেন এক্সপ্রেস ওয়েতে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় নিহতদের মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। বাসটিতে সব মিলিয়ে ৬৯ জন যাত্রী ছিল। কি কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে বাসটির সামনের বাঁ দিকে চাকা ফেটে যায়। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা। আহতদের মধ্যে ৯ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা, জলমগ্ন শহরের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবাসরীয় সকালে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল মহানগর কলকাতা। পাশাপাশি বৃষ্টিপাত হয়েছে শহরের পার্শবর্তী জেলা হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলিতে। নিম্নচাপ থেকে এই বৃষ্টিপাত বলে জানা গিয়েছে।

শরতের ছয়ের পাতায়

২০২২ সালে বৃহদ পর্যটনস্থলে পরিণত হবে ভারত নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামীদিনে বিশ্বের বৃহদ পর্যটনস্থল হিসেবে পরিণত হতে পারে ভারত। ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে এই লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে যাবে ভারত। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পরিসংখ্যা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ট্র্যাভেল এণ্ড টুরিজম কমপিটিটিভ ইনডেক্সের ক্রমতালিকায় ৬৫ থেকে উঠে ৩৪তম স্থানে উঠে এসেছে ভারত। দেশবাসীর সমর্থন থাকলে আগামীদিনে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের বৃহদ পর্যটনস্থলে হিসেবে পরিণত হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ছয়ের পাতায়

রবিবার নবজাগরণ সংঘের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

৬.২ রিখটার স্কেলে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স

মানিলা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) তীব্র ভূমিকম্পে কাঁপল ফিলিপিন্সের মিনডানাও-এর সেলেভিস সমুদ্রে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.২। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ৭৬.১ কিলোমিটার।

রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ০২মিনিট নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব ফিলিপিন্সের কোটাবাটো রাজ্য থেকে ১৭৫ কিলোমিটার দূরে সেলেভিস সমুদ্রে এই তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্র এতটাই জোরালো ছিল যে জেনারেল সান্তোস সিটি, ডিগোস, ডাভাও ডেল সুর শহরগুলিতে অনুভূত হয়। ভয় ও আতঙ্কে সাধারণ মানুষদের ঘুম ভেঙে যায়। সাধারণ মানুষ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে সকল প্রশাসনিক বিভাগকে তৎপর রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে সচেতনতামূলক পদযাত্রা ভোগপুরে

ভোগপুর (পূর্ব মেদিনীপুর), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্লাস্টিক কতটা ক্ষতিকর তা মানুষ এখন অনুধাবন করছেন। সারা পৃথিবীই প্লাস্টিক দূষণে কতটা জর্জরিত তা এখন পরিবেশবিদরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আর এই কারণেই এই প্লাস্টিক দূষণ রোধে সচেতনতাই হল একমাত্র প্রধান মাধ্যম। সেই সচেতনতার উদ্দেশ্যে সর্বত্র পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে বিশেষ করে প্লাস্টিকের ভয়াবহতা রুখতে শুরু হয়েছে মানব সচেতনতা। পূর্ব মেদিনীপুরের ভোগপুরে কে এম হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সমিতির ব্যবস্থাপনায় ভোগপুর বাজার এলাকায় রবিবার অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক পদযাত্রা।

এদিন পদযাত্রা সহকারে মানুষজনকে বোঝানো হয় প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে। এদিনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাট ব্লকের বিডিও মদন মোহন মন্ডল, কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন ঘোড়া, সহ-সভাপতি রাজকুমার কুন্ডু, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ পাত্র সহ বিশিষ্টরা। কর্মকর্তারা জানান, এইরকম একটি অনুষ্ঠান করে সচেতনতা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই প্রতি মাসেই এইরকম সচেতনতার অনুষ্ঠান করা হবে এলাকায়।

দুবদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

এগরা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা-২ ব্লকের দুবদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হল রবিবার। এদিন ওই সমিতির সভাগৃহে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সমবায় সূত্রের খবর, এদিনের সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এই সমিতির একটি শাখা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

স্প্রে-ম্যান আতঙ্কে জবুথবু কোকরাঝাড়, এবার আক্রান্ত দুই বালিকা ছাত্রী

কোকরাঝাড় (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড় শহরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এরই মধ্যে নয়া আমদানি হয়েছে স্প্রে-ম্যানের। স্প্রে-ম্যানের আতঙ্কে সদর শহর ও সংলগ্ন এলাকার নাগরিককুলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। চোর, স্প্রে-ম্যানের উপদ্রবে নারগিককুলের যখন ত্রাহিমধুসূধন অবস্থা, তখন শনিবার রাতে পাটগাঁও সংলগ্ন সোনাপুরে সন্দেহজনক স্প্রে-ম্যানের হামলায় দুই ছাত্রী ঘায়েল হয়েছে।

পাটগাঁওয়ের সচেতন মানুষ দুষ্কৃতকারীকে ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে গেছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে এএস ১৬ বি ৬৬০১ নম্বরের একটি অ্যাকটিভা (স্কুটি) বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে আসে পুলিশ। আজ রবিবার ভোরে পুলিশ স্কুটির মালিক জনৈক মুকেশ রায়কে আটক করেছে। এছাড়া নেহরু বরুয়া এবং হরেন বরুয়া নামের অন্য দুজনকে স্প্রে-ম্যান সন্দেহে আটক করা হয়েছে।

কোকরাঝাড়ের পুলিশ সুপার রাজেন সিং রবিবার জানান, স্প্রে-ম্যানের হামলায় সংজ্ঞাহীন দুই নাবালিকা ছাত্রী বর্তমানে বিপদমুক্ত। কোকরাঝাড়ের আরএনবি হাসপাতালে তারা চিকিৎসাধীন। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে কোনওধরনের স্প্রে বোতল বা এ-জাতীয় কোনও সন্দেহজনক সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোকরাঝাড় জেলায় সাম্প্রতিককালে স্প্রে-ম্যান এবং চোরের আতঙ্ক বিরাজ করছে। অভিযোগ, সম্প্রতি স্প্রে-ম্যানের গুজব তুলে এক দুষ্টচক্র যে-কোনও গৃহস্থের বাড়িতে যুবতী বা মহিলাদের টার্গেট করে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে স্প্রে মেরে সংজ্ঞাহীন করে যৌনকার্য-সহ অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। যার ফলে স্প্রে-ম্যানের আতঙ্কে ভুগছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের যুবতী-মহিলারা।

এদিকে বড়োল্যান্ড ছাত্র সংস্থা এবং আবসু-র জেলা সমিতির কর্মকর্তারা আজ এক সাবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে কোকরাঝাড়ে ক্রমবর্ধমান অসামাজিক কার্যকলাপ, স্প্রে-ম্যান, চোরের তাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কড়া হাতে এ-সব রোধ করতে প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিছেন তাঁরা। তাছাড়া শান্ত অঞ্চলকে ফের অশান্ত করতে এর পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে বলে সন্দেহ ব্যক্ত করেছে দুই ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গ। ঘটনা সম্পর্কে জেলাশাসক পার্থপ্রতিম মজুমদারের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, জেলার সন্দেহজনক এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ-ব্যাপারে প্রশাসন সজাগ বলে দাবি করেছেন জেলাশাসক মজুমদার।

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যুদিন : স্বাধীনতা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে সভা কাঁথিতে

কাঁথি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে আজকের দিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪২ সালের এই দিনই, অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে রবিবার শহিদ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার পটাশপুরে।

১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখেই বর্তমানের পটাশপুর থানা দখল করে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে এখনকার খেজুরী থানা দখল করে স্বাধীন সরকারের ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরই বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন অভিবক্ত কাঁথি মহকুমার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে স্মরণ করে কাঁথি মহকুমার পটাশপুরে অনুষ্ঠিত এদিনের শহিদ স্মরণসভায় প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি মামুদ হোসেন অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কাশ্মীর নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তা দূর করা প্রয়োজন : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি এবং জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) আয়োজিত এক আলোচনাসভায় এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার দিল্লিতে আরএসএসের আয়োজিত বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, কাশ্মীরকে নিয়ে কখনও সত্যি কথাটা বলা হয়নি। স্বাধীনতার পর অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল দেশ। ৬৩০টি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি করার পাশাপাশি সংবিধান রচনা করা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও সেই সময় ছিল। এই প্রসঙ্গে দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, হৃদয় অন্দর থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে প্রণাম জানাই। তিনি না থাকলে ৬৩০টি দেশীয় রাজ্য একত্রিত করে আজকে ভারত গড়া সম্ভব হত না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শকে পাথেয় করে ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিলুপ্তি করতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিক কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বিজেপি ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি জন্য ১১টি পৃথক আন্দোলন করেছে। বিষয়টি নিয়ে বরাবরই সোচ্চার হয়েছে বিজেপি। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ট্রেন করে কাশ্মীরের প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন তখন তার কাছ থেকে পারমিট চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘোরার জন্য পারমিটে কি প্রয়োজন। তাই তিনি তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন তিনি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকার নিন্দা করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, কাশ্মীরের ইতিহাস নিজেদের মতো করে দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। নিজেদের ভুলগুলিকে আড়াল করার জন্য এমন ইতিহাস নিজেদের মতো করে লিখেছে কংগ্রেস। এখন সময় হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে সত্যিকারের ইতিহাসকে জনগণের সামনে আনা। ৩৭০ ধারা ছিল বলে কাশ্মীরে জঙ্গিদের এত বাড়বাড়ন্ত ছিল। জঙ্গি হামলায় কাশ্মীরে ৪১৮০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

সদস্য বরখাস্ত

তিনের পাতার পর

বিপুল পরিমান সরঞ্জাম ও নগদ টাকা ও মাদক দ্রব্য জব্দ করে।ওই রাতেই নগরীর সেগুনবাগিচার ভবন সামিট হাসান লজের সিসি ক্যামেরায় একটি ভিডিও চিত্র আসে সোশাল মিডিয়ায়, যে ভবনে বেশ কয়েকজন নেপালি থাকতেন।ভিডিওতে দেখা যায়, নেপালিরা ওই বাড়ি ছাড়ার আগে সেখানে ঢোকেন কয়েকজন, তাদের একজনের হাতে ওয়াকিটকি ছিল।ওয়াকিটকি হাতে ওই ব্যক্তি সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ সদস্য বলে গণমাধ্যমে খবর আসে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাদকজাত দ্রব্য ব্যবহার না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুস্থ ভারত গঠনের জন্য সকলকে তামাক ও ই-সিগারেট গ্রহণ সহ মাদকাসক্তি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নবরাত্রি ও দীপাবলিসহ অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি কন্যাদের সম্মান জানাতে ''ভারতের লক্ষ্মী'' প্রচার চালানোর জন্য, পর্যটন স্পটে ঘুরে দেখার জন্য এবং মহাত্মা গান্ধীর দেড়শতম জন্মবার্ষিকীতে দেশকে একক ব্যবহারের প্লাস্টিক থেকে মুক্ত করার আবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এ জানিয়েছেন, আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি তামাকের আসক্তি ছেড়ে দিন। আসুন আমরা একত্রে একটি স্বাস্থ্যকর ভারত গড়ে তুলি। ই-সিগারেট নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায়সঙ্গত উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন যে মানুষের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে যে ই-সিগারেট থেকে কোনও বিপদ নেই। ই-সিগারেট সম্পর্কে মানুষের মধ্যে খুব কম সচেতনতা রয়েছে।

তামাকজনিত রোগ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতির ঝুঁকি উল্লেখ করে মোদী বলেছিলেন যে ধূমপানের আসক্তি রয়েছে তারাও জানেন যে তাদের ব্যবহারের ক্ষতি হয়। এ কারণে তিনি বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের এর থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। শিশুরা যাতে এর থেকে আসক্তিতে না পড়ে যায় সেই অনুরোধ করেছেন।

কন্যাদের ভারতের লক্ষ্মী হিসাবে বর্ণনা করে নরেন্দ্র মোদী লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তারা যেন আশেপাশের মেয়েদের চিন্তাভাবনাগুলিকে আরও বেশি করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে তুলে ধরে। তিনি জানিয়েছেন যে আমরা এর আগে সেলফি উইথ ডটারের (মেয়ের সাথে ছবি) এক মাসব্যাপী প্রচার শুরু করেছিলাম যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে, এবার ভারতের লক্ষ্মী প্রচার চালানো হবে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের লক্ষ্মীর উৎসাহ দেওয়ার মানে দেশ ও দেশবাসীর সমৃদ্ধির পথকে আরও শক্তিশালী করা। চারপাশের কন্যাদের সম্মানে লোকদেরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত।

গ্রেফতার এক

● **প্রথম পাতার পর**

সম্ভব হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবারও ১০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল কলমচৌড়া থানা এলাকায়। ওই ঘটনার সঙ্গে অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বাসিন্দা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের দায়ে অসমের কাজিরউদ্দিন (২৩), গাড়ির চালক আমতলির বাসিন্দা প্রবীর দাস (২৫), কদমতলার বাসিন্দা আবু বক্কর আহমেদ (২৭) এবং ধর্মনগরের বাসিন্দা জাহির আলিকে (২৫) গ্রেফতার করা হয়েছে।

দাবি ঐক্যফ্রন্টের

তিনের পাতার পর

নিরসনে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে নিয়ে জাতীয় সংলাপ করে পথ নির্ধারণ এখন সময়ের দাবি।সরকারের 'গুম, খুন, রাতের আঁধারে ভোট ডাকাতি ও দুর্নীতি' তদন্তেও গ্রহণযোগ্য জাতীয় কমিশন গঠনেরও দাবি জানিয়েছে ঐক্যফ্রন্ট।

আবরণ উন্মোচন

আটের পাতার পর

পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে নেতাজি মূর্তির সংস্কার ও স্থানান্তরের উদ্দেশ্য ও আগামীদিনের কৈলাসহর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

রুখতে কর্মসূচি

আটের পাতার পর

উদ্‌যাপনে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা নাগ সহ ক্লাবের সদস্যরা এছাড়াও ট্রাফিক ইউনিটের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী

আটের পাতার পর

১৯০৭ সালে যখন প্লাস্টিকের ব্যবহার শুরু হয় তখন আমরা তার ক্ষতিকারক দিকটি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না, কিন্তু এখন আমরা তা উপলব্ধি করছি। আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু প্লাস্টিক ধ্বংস হচ্ছে না। তাই এখন থেকে ধীরে ধীরে এই প্লাস্টিককে বর্জন করে ২০২৫ সালের মধ্যে এই দেশকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রসঙ্ঘেও এই প্লাস্টিক বর্জন করে প্লাস্টিক মুক্ত বিশ্ব গড়ার কথা বলেছেন। তিনি এই সচেতনতা ব্যালির আয়োজনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

মারধোর

আটের পাতার পর

মানুষকে লিঞ্চিং করা হবে নিরপরাধ মানুষ মার খাবে এটা সহ্য করা হবে না। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য ওসির আহ্বান কতখানি গুরুত্ব দেখাবে এলাকার মানুষ তা এখন দেখার বিষয়।

সাধারণ সভা

পাচের পাতার পর

এদিন সমিতির কর্মকর্তারা জানান, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল সমবায়। তাই সমবায়কে কৃষক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ প্রদান সহ নতুন প্রকল্প চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন এগরা-২ ব্লকের সভাপতি দীনেশ কুমার প্রধান, বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর প্রদীপ পাত্র, দুবদা সমবায় সমিতির সম্পাদক খগেন্দ্র নাথ দুয়ারী, সভাপতি শ্যামচাঁদ বিশাই, সহ-সভাপতি শংকর কুমার মিশ্র, দুবদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধারাণী বর, উপ-প্রধান সত্যরঞ্জন মাইতি, ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ অনিল বর, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মৃণালকান্তি জানা, শিক্ষক রাজকুমার দুয়ারী প্রমুখ।

নরেন্দ্র মোদী

পাচের পাতার পর

পর্যটন দিবস ছিল। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্বের নামজাদা পর্যটন সংস্থা সমীক্ষা চালিয়ে এই ক্রমতালিকায় প্রকাশ করেছে। ৬৫ থেকে ৩৪তম স্থানে উঠে আসাকে উল্লেখজনক বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। পাশাপাশি ২০২২ সালের মধ্যে দেশের ১৫টি জায়গায় যাওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

বিস্তৃর্ণ অঞ্চল

পাচের পাতার পর

নীল আকাশ তার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাওয়া হাল্কা মেঘের আশায় ছিল শহরবাসী। কিন্তু সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘুম ভাঙাল শহরবাসীর। বৃষ্টিপাতের জেরে শহরের একাধিক জায়গায় জল জমে গিয়েছে। ডালহৌসী, সেন্ট্রাল, ধর্মতলা, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ভবানীপুর সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে গিয়েছে। ফলে নাভিশ্বাস ছুটেছে সাধারণ মানুষের। বৃষ্টিপাতের জেরে সকালের দিকে যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। পুজোর আগে আজই ছিল শেষ রবিবার। ফলে এই বৃষ্টিপাতের জেরে মাথায় হাত পড়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাত চলবে।

কলকাতায় অমিত শাহ আসছেন মঙ্গলবার

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স): মঙ্গলবার কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করবেন। মঙ্গলবারই তিনি বিজেপির কর্মী সভায় ভাষন দেবেন। সেখানে এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পস্ট করবেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

কলকাতায় ঠিক তিনি কোন কোন পুজো উদ্বোধন করবেন সেটা এখনও ঠিক হয় নি। প্রাথমিক ভাবে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে সাতটি পুজো কমিটির নাম পাঠানো হয়েছে অমিত শাহের কাছে। তার মধ্যে একটি বা দুটি পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। সল্টলেকের দুটি পুজোয় যাওয়ার কথা তাঁর। একটি বি যে ব্লকে অন্যটি সুইমিং পুল এলাকায়। ওই তালিকায় রয়েছে হাওড়ার দুটি পুজোও। তার মধ্যে শিবপুরের একটি পুজো কমিটিতে রয়েছেন দলের অন্যতম সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু। হাওড়া ময়দানে দলের আরেক সাধারন সম্পাদক সঞ্জয় সিংয়ের পুজোতেও তিনি যেতে পারেন। যেতে পারেন, মধ্য কলকাতার লেবুতলা পার্কের পুজোতেও।

গত ২৩ তারিখই নেতাজি ইন্ডোর স্টেজিয়ামে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভার অনুমতি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। এবার প্রথম আবেদনেই সভার অনুমতি দেয় নবান্ন।

লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সভা সমাবেশের অনুমতি নিয়ে সংঘাত চরমে ওঠে বিজেপির। বিজেপির অভিযোগ, বিভিন্ন অছিলায় সভা ও অন্যান্য কর্মসূচির অনুমতি দিচ্ছে না রাজ্য প্রশাসন। কখনও আইনশৃঙ্খলার কারণে, কখনও আগে থেকেই ওই জায়গায় অন্য সংগঠনের সভা রয়েছে বলে দাবি করে আবেদন খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকী লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হেলিকপ্টার অবতরণের অনুমতি দেয়নি রাজ্য প্রশাসন। যার জেরে গোটা দেশে সমালোচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

নিষিদ্ধ করল সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেশের বাজারে হু হু করে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে দামের ঝাঁঝে নাকাল হতে হচ্ছে আমজনতাকে। ক্রমবর্ধমান দামে রাশ টানতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ন্যূনতম রফতানি মূল্য ধার্য করে ডিজিএফটি। প্রতি টন পিছু পেঁয়াজের মূল্য ধার্য করা হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এই সর্বনিম্ন মূল্যের কমে কোনও পণ্য রফতানি করা যায় না। মূল্যবৃদ্ধির দিকে নজর রেখে গত মাসেই কেন্দ্র হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কোনওভাবেই পেঁয়াজ মজুত রাখা যাবে না। রাখলে কড়া ব্যবস্থা নেবে সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। তাই এবার রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

দিল্লিতে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৬০-৮০ টাকা। দেশের অন্যান্য প্রানেত দামের এই ছবিটা প্রায় একই রকম। কোথাও কোথাও আবার সেই দামকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের মতো পেঁয়াজ উৎপন্নকারী রাজ্যগুলোতে বন্যার কারণে দেশিয় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহে ভাটা পড়েছে। ফলে দেশিয় বাজারে হু হু করে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। আকাশছোঁয়া দাম থেকে আমজনতাকে তাই রেহাই দিতে সরকার ইতিমধ্যেই দেশ জুলে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ মজুত করেছে।

নির্মাণ হবে রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

দরপত্র আহ্বান করেছে ও চূড়ান্ত দর আগামীকাল স্থির হবে। তিনি বলেন, বাৎসরিক আয় তিন লাখ টাকার কম এমন পরিবারের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের বাছাই করা হবে। তিনি জানান, ওই প্রকল্পে ফ্ল্যাট নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি টাকা দেবে এবং বাকি টাকা রাজ্য সরকার ও সুবিধাভোগীদের বহন করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং উদ্ভাবনী আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে এই 'লাইট হাউস প্রকল্প' নির্মাণ হবে। ২.৮৬ হেক্টর জমির বিস্তৃত জায়গায় ফ্ল্যাটগুলি নির্মাণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক ইতিমধ্যে একটি 'গ্লোবাল হাউজিং টেকনোলজি চ্যালেঞ্জ-ইন্ডিয়া' (জিএইচটিসি-ভারত) চালু করেছে। মন্ত্রকটি নির্মাণ চলাকালীন সময়ে প্রযুক্তি মিটও পরিচালনা করেছিল। তাতে, সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের নির্মাণ কাজ দেখে ফ্ল্যাট বাছাইয়ে উৎসাহিত করে থাকে।

চিন্তিত প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

এর জন্য লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হয়. মহিষ এবং পাঁঠা কে উৎসর্গ করবেন। প্রতি অমাবস্যায় বলির জন্য বাছাই প্রক্রিয়া এক মাস আগেই সম্পন্ন হয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও সমস্ত আগেই স্থির করা ছিল। সেই মোতাবেক আয়োজনও করা হয়েছিল। কিন্তু শনিবার দুপুরে প্রশাসনের তরফে বলি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বোর্ড টাঙিয়ে দিতেই অস্থিরতা দেখা দেয় মন্দিরে।

গোমতির জেলাশাসক টিকে দেবনাথ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বর্তমানে রাজ্যের বাইরে। ফলে তাঁর অবর্তমানে জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিকের সাথেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এ-বিষয়ে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী বলেন, বহু প্রচলিত রীতি মেনেই প্রতি অমাবস্যা রাতে মহিষ এবং পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রথা চলছে। সে অনুযায়ী মহিষ এবং পাঁচটি পাঁঠা নিয়ে পুণ্যার্থীরা এসে গেছেন। কিন্তু তাঁদের বলির টোকেন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মন্দির কর্তৃপক্ষ দ্বন্দ্বে পড়েছেন।

ওইদিন মন্দিরে সকালে ১০১টি বলি হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিল সরকারি। কিন্তু দুপুরের পর থেকে সরকারি আদেশে মন্দির চত্বরে অস্থিরতা তৈরি হয়ে যায়। পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী বলেন, জেলা কিংবা মহকুমা প্রশাসনের তরফে লিখিত কোনও আদেশ জারি করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু টেলিফোনে ত্রিপুরা হাইকোর্টের আদেশ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন-কি বলি নিষেধ এমন একটি বোর্ডও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে মন্দির চত্বরে।

দিনভর এই টানাপোড়েনের পর অবশেষে নিশিরাতে বলি সম্পন্ন হয়েছে। এ-বিষয়ে পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী জানান, বলি বন্ধের জন্য লিখিত আদেশ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়নি। তাই আপাতত আদালতের আদেশ পালন করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, রীতি ভঙ্গ হোক, তা-ও চাই না আমরা।

এ-বিষয়ে খবর নিয়ে জানা গেছে, ত্রিপুরা সরকার এখনও হাইকোর্টের রায় নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সূত্রের খবর, আদালতের ওই রায়ের পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাবে ত্রিপুরা সরকার। সম্ভবত, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি চলছে। তাই, ওই রায় নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার বলি বন্ধে কোনও বিজ্ঞাপ্তি জারি করবে না বলে সূত্রের দাবি। তাছাড়া হাইকোর্ট এখনই বলি বন্ধ করে দিতে কোনও আদেশ দেয়নি। হাইকোর্ট রায়ে সাফ বলেছে, ত্রিপুরা সরকারকে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সাথে ওই রায়ের কার্যকারিতা সারা ত্রিপুরায় প্রচার করতে হবে। কিন্তু, গোমতি জেলা প্রশাসন বলি বন্ধে হঠাৎ এত উৎসাহী কেন হল, তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। একই কাজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও হয়েছে। আগরতলার দুর্গাবাড়িতে শনিবার একটি বলি হওয়ার কথা থাকলেও, তা বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। স্বাভাবিকভাবেই আদালতের এই রায়কে ঘিরে সারা ত্রিপুরায় এক অস্থিরতা কায়েম হয়েছে।

মহালয়ার শুভকামনা : চাপান-উতোরের জবাব দিলেন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তী

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহালয়ায় শুভকামনা জানানো যাবে এবং যাবে না, এ-নিয়ে গতকাল থেকে চাপান-উতোর চলছে। তিনি নিজেও শুভকামনা জানিয়েছেন শেফালি ফুল দিয়ে। মহালয়ার তাৎপর্য না-জেনে শুভকামনা জ্ঞাপন করেননি তিনি। বলেছেন কটন বিশ্ববদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড় প্রশান্ত চক্রবর্তী।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, সব জেনেশুনে সজ্ঞানে তিনি সামাজিক মাধ্যমে মহালয়ায় শুভকামনা জানিয়েছেন সকলকে। এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বাংলা আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধানের সূত্র ধরে ড় প্রশান্ত বলেন, ''মহ'' মানে পিতৃপুরুষ। এবং ''আলয়'' মানে আগমন। এই সময় পিতৃপুরুষেরা পৃথিবীতে নেমে আসেন। এটা লোকবিশ্বাস। পিতৃপুরুষ বলতে কেবল বেছে বেছে বংশের পুরুষেরাই অবতরণ করেন, তা নয়। নারীরাও করেন। তাই তর্পণ বিধিতে মোট নয়জনের গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখপূর্বক তিন-তিনবার জলাঞ্জলি দেবার নিয়ম। এঁরা হলেন পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-প্রমাতামহ এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। কাজেই এখানে নারীবাদীদের হল্লার অবকাশ নেই। আজকাল উচ্চশিক্ষিত নারীদের একাংশের কাছে 'নারীবাদ' একটি ফ্যাশন। যেন পুরুষবিদ্বেষই নারীবাদের মূল কথা, বলেন তিনি।

প্রশান্ত চক্রবর্তী আরও বলেন, পূর্ব'পুরুষ'-এর 'পুরুষ' মানে বেটাছেলে (গ্ঘনত্র) নয়, জেনারেশন (ওত্রদ্রত্রশ্ছদ্রদ্র)। পূর্বপ্রজন্ম। বংশের ঊর্ধতন মূল নারী পুরুষ উভয়েই। তর্পণের যজুর্বেদীয় প্রণালীতে পিতা ও মাতার উভয় বংশধারার প্রধান নারীপুরষকে 'বিষ্ণুওরোম' অমুক গোত্র মাতা/মাতামহী/বৃদ্ধপ্রমাতামহী প্রমুখ সকলকেই স্মরণ করার বিধি, এবং তা করতেই হবে। ওই ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের মতোই। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কাব্য' মানে নিছক পদ্যবাক্যই নয়। নাটকও দৃশ্যকাব্য। এখানেও পিতৃপুরুষ মানেই বেটাছেলে নয়।

আবেগিক ড় চক্রবর্তীর আরও ব্যাখ্যা, 'তর্পণ' শব্দটি এসেছে তৃপধাতু থেকে। এর অর্থ তৃপ্তি। পিতৃপুরুষকে তিলজল দান করে তৃপ্তিবিধান। বৃহৎ অর্থে পূর্বপুরুষদের (এখানেও কিন্তু 'পুরুষ' অর্থে 'বেটাছেলে' নয়) স্মরণ, মনন। আমার বাবা-মা নেই মনে মনে ভাবছি, কত স্মৃতি... কত আবেগ... জীবনের পরতে পরতে তাঁরা রয়েছেন চোখে জল আসে ভাবতে ভাবতে... সেই অশ্রুজলই তো প্রকৃত তর্পণ। মনে মনে অনুরণন। তাই তো বলে 'মনন'। স্মৃতিমন্থন। আবেগের বশে আরও বলেন, প্রকৃত সন্তানের চোখে তো সারাজীবনই জল আসে। একেকটি পরব পার্বণ আসে। আর স্মৃতির মেঘ স্মৃতির কুয়াশা...! বাবা-মা, শৈশব... জীবনের প্রভাতবেলা, দুপুর সন্ধে... পৌষফাগুন, ঝড়জল, বর্ষাবাদল...! সুসন্তান আমৃত্যু পিতামাতা পূর্বজকে বহন করে। এ যেন জীবনানন্দের ভাষায় তাঁরা 'অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেলা করেন'।

তথ্য-সহ সমালোচকদের জবাব দিয়ে বলেন, তর্পণে জলেরও অনুষঙ্গ আছে। চোখেও জল ঝরে। মনেও। জল তো জীবনের প্রতীক। মৃত্যুপথযাত্রীকে মুখে জল দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন মহাপ্রয়াণে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখে জল দিয়েছিলেন অমিতা ঠাকুর। শ্মশানে জলপূর্ণ ঘট ভাঙার রীতি রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ ঘট জীবনের পরিপূর্ণ নিটোল প্রতীক। সেটা আজ শেষ হলো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই ঘট ভাঙা। বলেন, জীবন বয়ে যায়। জীবন মানেই বহমান এক প্রবাহ। সেই নদী নিরবধি বয়। নদীর জলের বহতা স্রোত তাই প্রবহমাণ জীবনের প্রতীক। রক্তধারার দ্যোতক। বয়েই যাচ্ছে। মহাসাগরের দিকে। উজিয়ে গিয়ে উৎসমুখকে আমরা স্মরণ করি। বাবা, ঠাকুরদা, প্রপিতামহ একেকটি নদীপারের ঘাট যেন। যেন একেকটি সাংগীতিক বিরাম, সম। একেকটি বিশ্রাম, আশ্রয়। যেন ব্রহ্মপুত্র ধরে উজিয়ে যেতে যেতে সাংপো, মানস সরোবরে প্রত্যাবর্তন। উৎসমুখে ফেরা। না, শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে। সেটাই তর্পণ। তর্পণ তাই জলে, স্থলে নয়। স্থল তো কঠিন, রূঢ় বাস্তব, কাঁটা মাড়িয়ে পথচলাস্থল তাই নিত্যদিনের চলমান জীবনের প্রতীক। আর জল হচ্ছে ধারা। রক্তধারা, বংশধারার। তাই তর্পণ চিরদিন নদীতে করার বিধান।

নানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ, রক্তেই তো তাঁরা খেলা করেন। বাবা, ঠাকুরদা, পূর্বজরা। বাবা আর মা দুই নদী। বাবার বাবা মা, মায়ের বাবা মা আরও দুই নদী। নদী বাড়তেই থাকে। কত নদীর স্রোত এসে আমার রক্তে মিশেছে...! নদীর জল সবকিছুই তো বহন করে। ভালোমন্দ। আবর্জনাও। সবই আসে আমার। কারও সুগার বা প্রেসার ছিল, দুম করে চলে এল। কত কত ব্যাধি রক্তবাহিত। এ-তো বিজ্ঞান। ডিএনএ, ক্রমোজম, জিন, হেরিডিটি আধুনিক শরীরবিদ্যার শব্দ, পরিভাষা। ইউজেনিক্স সায়েন্স। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে রক্তে গণ্ডগোল হবে। তাই গোত্র বিধান। আধুনিক বিজ্ঞান এখন বলছে, আমাদের দেশ মানছে পাঁচ হাজার বছর ধরে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান। দার্শনিক বিজ্ঞান। আমার চোখ, নাক, চুল, কণ্ঠস্বর, আদল, স্বভাব, রাগ, প্রেম, যৌনতা, আধিব্যাধি, চরিত্রের ভালোমন্দ কিছুই তো আমার নিজের নয়। পিতৃপিতামহবাহিত।

ড় প্রশান্ত বলেন, 'মহালয়ায় তাই সেই রক্তস্রোতকে স্মরণ-মনন-বন্দন করা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। তর্পণ তো তাঁদের তৃপ্তির জন্য। কিন্তু না, আমি ভাবি আমারও তো তৃপ্তি। আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হই বা না-হই, আমার বংশধারাকে স্মরণ করে আমি তো নিজেই মনে একটি তৃপ্তি পাই। সেটা তো শোকের নয়। আনন্দের। আর যদি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীই হই, তা-হলে তো আরও আনন্দ।' 'মহ' বা পিতৃপুরুষেরা অবতরণ করেন তাঁদের সাক্ষাৎটি মনে মনে ঘটছে ভাবনায়, সেটা তো দুঃখের বা বিষাদের নয়। এ তো মিলনের অনুষ্ঠান। তাই 'শুভ' মহালয়া বলা যাবে না কেন? কোন দিক থেকে এ অশুভ? প্রশ্ন করেছেন তিনি।

এছাড়া তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিককালে মহালয়ার অর্থবিস্তারও ঘটেছে। আজকের দিনে মহালয়া তো দেবীপক্ষের সূচনা। শারদোৎসবের শুভারম্ভ। ছিল তর্পণ, সেটা কনভার্ট হয়ে গেছে শরৎবন্দনায়। অনেকে নাকি বলেন, পক্ষ শুরু হয় পরদিন। বঙ্গীয় শব্দকোষে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু জানাচ্ছেন, মহালয়া মানে সৌরাশ্বেনীয় কৃষ্ণপক্ষ। মানে কৃষ্ণপক্ষ শেষ। দেবীপক্ষ শুরু হবে সেই সন্ধিকাল। ওই যে শেষ হলো। সেটাই শুরুর আগমনী বার্তা দেয়। অঙ্কের হিসাবে পল দণ্ড ধরে নয়। তাই মহালয়ার অনুষ্ঠান কৃষ্ণপক্ষের শেষরাতে এবং দেবীপক্ষের শুরুতে কাকভোরে, প্রত্যুষকালে। যদিও পঞ্জিকা মতে অমাবস্যা কয়টায় ছাড়ল সেটা শুধু তর্পণেই মনে রাখে মানুষ। সেটা অষ্টপ্রহরের যে-কোনও সময় হতে পারে। এখানে কালো রাত্রির অবসান, শরতের প্রাতঃকালই মুখ্য।

মহালয়ায় শুভকামনা কেন জানিয়েছেন তার আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, মহালয়ায় তর্পণ হয় বটে সেটাই মুখ্য ছিল, উৎসও সেটাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহালয়া মানেই যেন দুর্গা পূজার আগমনী-ভাবনা। আর এটা ঘটেছে আকাশবাণী কলকাতার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের "আশ্বিনের শারদপ্রাতে..." সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠ, সেই গান অবিনাশী "বাজল তোমার আলোর বেণু..." ইত্যাদির ফলে। দুর্গাপূজার মহালয়ার দিনেই দেবীপক্ষ শুরুর বার্তাটি দিতে চেয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাণীকুমারেরা। ওই দিনটি তাই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা, পরের দিন প্রতিপদে নয়। সৌরাশ্বেনীয় কৃষ্ণপক্ষ শেষ। অমাবস্যা। এরপর শুক্লপক্ষ শুরু হবে, যা শেষ হবে কোজাগরী পূর্ণিমায়। আবার দ্বিতীয় পক্ষ শেষ কালীপূজার অমাবস্যায়। পুরোটা একটা অবসর। শরতের অপূর্ব প্রকৃতি আর দেবী আরাধনার একটি বৃত্ত। হিন্দু রীতিতে তিথিপালনই মুখ্য। দিবস নয়। পিতৃপুরুষের তর্পণ তিথি আর দুর্গাপূজার দেবীপক্ষ শুরুর তিথি একই দিনে পড়েছে বলেই মহালয়া মানে কেবল পিতৃপুরুষের তর্পণেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। মহালয়া মানেই মণ্ডপ, ভোরের হালকা কুয়াশা, নদীবক্ষে সাদা ফিনফিনে আস্তরণ, হিমেল বাতাস, কাশফুল, কলাপাতায় শিউলি, ঢাকের বাদ্যি, সুনীল আকাশে পেঁজাতুলোর মেঘ, রেডিও-টিভিতে চণ্ডীপাঠ কেমন যেন একটা পূজা-পূজা গন্ধ। তাই মহালয়ায় শুভকামনা জানানো অপ্রাসঙ্গিক নয়, ভুলও নয়। এ-নিয়ে চাপান-উতোরেরও কোনও অবকাশ নেই, জোরের সঙ্গে বলেছেন গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড় প্রশান্ত চক্রবর্তী।

অঙ্গন

রবিবার উমাকান্ত ময়দানে আয়োজিত হয় ফুটবল খেলা। ছবি- নিজস্ব।

স্প্যালকে হারাল জুভেন্তাস গোল পেলেন রোনাল্ডো

তুরিন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মিরালেম পিয়ানিচ ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোলে স্প্যালকে হারিয়ে সিরি-এ'তে নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল জুভেন্তাস। এই জয়ের ফলে বর্তমানে লিগ টেবিলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছেন জুভেন্তাস। যদিও ইন্টার মিলান যে ভাবে খেলছে তাতে লিগ টেবিলে তারাও এগিয়ে যেতে পারে।

স্প্যালের গোলরক্ষক এটরিট বেরিশার অসাধারণ কয়েকটি সেভের জন্য গোল পেতে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় জুভেন্তাসকে। লীগের ছয়টি ম্যাচে পাঁচটিতে হেরেছে স্প্যাল। দুর্বল এই দলের বিরুদ্ধে জুভেন্তাসের হয়ে প্রথম গোলটি করেন মিরালেম পিয়ানচ। পরবর্তী গোলটি করেন রোনাল্ডো। এদিনের খেলার বিরতির ঠিক আগে স্যামি খেদিইরা'র সাজিয়ে দেওয়া বল বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত সাইডভলিতে জালে রাখেন পিয়ানিচ। এক্ষেত্রে শরীর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েও বলের নাগাল পাননি বেরিশা। একমাত্র গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় জুভেন্তাস। দ্বিতীয়ার্ধেও ঘনঘন আক্রমণে বিপক্ষ রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রাখে জুভেন্তাস আক্রমণভাগ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও স্যামি খেদিইরার দুরন্ত হেড স্প্যাল গোলরক্ষকের দস্তানায় প্রতিহত হয়। বারদু'য়েক বেরিশাকে পরীক্ষার সামনে ফেলেন দিবালা ও রোনাল্ডো। এরপর ম্যাচ শেষের ১২ মিনিট আগে দিবালা-রোনাল্ডো যুগলবন্দিতেই দ্বিতীয় গোলের সন্ধান পায় তুরিনের ক্লাবটি। এক্ষেত্রে আর্জেন্তাইন স্ট্রাইকারের বাঁ-প্রান্তিক ক্রস থেকে পর্তুগিজ সুপারস্টারের জোরালো হেডের কোনও উত্তর ছিল না স্প্যাল গোলরক্ষকের কাছে। বাকি সময়টা স্কোরলাইনের কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় ২-০ গোলে ম্যাচ জিতেই মাঠ ছাড়ে জুভেন্তাস। এই জয়ের পরে জুভেন্তাসের কোচ মৌরিজিও সারি জানিয়েছেন যে তিনি দলের সব কিছু ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে চান। ম্যাচ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে চান তিনি।

লিওনেল মেসি ছাড়াই জয় পেল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লিওনেল মেসি ছাড়াই জয় তুলে নিল বার্সেলোনা। অ্যাওয়ে ম্যাচে গেটাফে'কে এদিন ২-০ গোলে পরাজিত করল কাতালান ক্লাবটি। জোড়া গোলে কোচ আর্নেস্তো ভালভের্দের স্বস্তি এনে দিলেন লুইস সুয়ারেজ ও জুনিয়র ফিরপো। প্রথম একাদশের দুই ফুটবলারকে ছাড়াই চলতি মরশুমে অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ের খরা কাটাল বার্সেলোনা। মেসির মতোই ঊরুর চোটে সাইডলাইনে ছিলেন উইঙ্গার ওসমানে দেম্বেলে।

গ্রুপ শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে চার পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে শনিবার গেটাফের বিরুদ্ধে খেলতে নামে বার্সা। সবধরনের প্রতিযোগীতা মিলিয়ে শেষ ন'টি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় অধরা ছিল তাদের। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও চাপে ছিল কাতালান ক্লাবটি। ঘরের মাঠে এদিন শুরু থেকেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের রক্ষণকে পরীক্ষায় ফেলতে চেষ্টা করে গেটাফে। পালটা গেটাফে রক্ষণে ঢুকে বারদু'য়েক গোলের দরজায় কড়া নেড়ে আসেন কার্লেস পেরেজ ও লুইস সুয়ারেজ।

৪১ মিনিটে দলের প্রথম গোলের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এই জার্মান গোলকিপার। ৪১ মিনিটে বক্স ছেড়ে বাইরে এসে লম্বা শটে সুয়ারেজের জন্য ঠিকানা লেখা বল সাজিয়ে দেন তিনি। আগুয়ান বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে সেই বল লব করে জালে রাখেন উরুগুয়ে স্ট্রাইকার। মরশুমে বার্সেলোনার প্রথম অ্যাওয়ে জয় নিশ্চিত হয়ে যায় সেখানেই। শেষদিকে বার্সেলোনা সেন্টার-ব্যাক ক্লিমেন্ট লেংলেট জোড়া হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। তবে স্বল্পসময়ে দশজনের বার্সার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও সুবিধা করতে পারেনি গেটাফে। অর্থাৎ ২-০ গোলে ম্যাচ জয় এবং সেইসঙ্গে মরশুমের প্রথম ক্লিনশিট রেখে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে বার্সা। ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চার নম্বরে তারা। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

জয় দিয়ে কলকাতা লিগের অভিযান শেষ করল মোহনবাগান

জয় দিয়ে কলকাতা লিগের অভিযান শেষ করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল মোহনবাগান। রবিবার কালীঘাটের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে ম্যাচ জিতল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন সালভা চামোরো, শেখ ফৈয়াজ ও ফার্ন মেরান্তে। ম্যাচ জিতলেও মেরিনার্সদের লিগ জয়ের অবশ্য কোন আশা নেই। ১১ ম্যাচ শেষে ২৩ পয়েন্টে পৌঁছে এই মুহূর্তে টেবিল টপার পিয়ারলেস। অন্যদিকে মাছে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির জল জমে থাকার কারণে ইস্টবেঙ্গল মাছে ইস্টবেঙ্গল বনাম ক্যালকাটা কাস্টমস ম্যাচটি বাতিল হয়েছে। এই মুহুর্তে তাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দুই দলই ১০ পয়েন্টে। তবে এদিন কালীঘাটকে তিন গোল দেওয়ার পর মেহানবাগানের গোল পার্থক্য ১০। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ১ ম্যাচ কম খেলে ২০ পয়েন্ট, যেখানে তাঁদের গোপার্থক্য ৭।

পরবর্তী সূচিতে কাস্টমসের বিরুদ্ধে এদিনের স্থগিত ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল জিতলে বা ড্র করলে লিগের পয়েন্ট তালিকায় ২ নম্বরে উঠে আসবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তখন ৩ নম্বরে নেমে যাবে মোহনবাগান।

টোকিও অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত করল ভারতীয় মিক্সড রিলে দল

দোহা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের ৪অ৪০০ রিলে ইভেন্টে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল ভারতীয় মিক্সড রিলে দল। শনিবার দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে এই যোগ্যতা অর্জন করে মহম্মদ আনাস, বিসমায়া, কৃষ্ণা ম্যাথিউ ও নোয়াহ নির্মল নিয়ে গঠিত ভারতীয় রিলে দল। ৩:১৬:১৪ সেকেন্ড সময়ে সেমিফাইনালে এদিন তৃতীয়স্থানে শেষ করে ভারতীয় দল। ফাইনালে ওঠা আটটি দলই অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করেছে। পোল্যান্ড ও ব্রাজিলের ঠিক পরেই শেষ করে ফাইনালের ছাড়পত্র জোগাড় করেন আনাসরা। প্রথম হিটে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও প্রথম হিট থেকে ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছে জামাইকা ও বাহরিন। মিক্সড রিলে টিমের ফাইনালে পৌঁছনোর বাদে বাকি ইভেন্টগুলিতে হতাশা তৈরি করেছে ভারতীয় অ্যাথলিটিকদের খেলা। স্প্রিন্টার দ্যুতি চাঁদ ও এমপি জাবির দুজনেই ব্যর্থ হন তাদের নিজেদের ইভেন্টে। মেয়েদের ১০০মিটার দৌড়ের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নেন এশিয়াডে রুপোর মেয়ে দ্যুতি। অন্যদিকে ৪০০মিটার হার্ডলসের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় এমপি জাবিরের। হিটে ১১.৪৮ সেকেন্ড সময়ে ফিনিশ করেন দ্যুতি। তাঁর মরশুমের ব্যক্তিগত সেরা সময় ১১.২৬ সেকেন্ড সময় থেকে যা অনেকটাই বেশি।

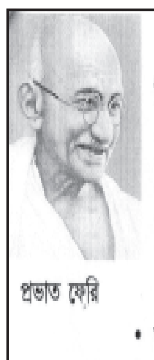

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির সার্ধ-শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী
উদ্‌যাপন স্মরনার্থে

প্রভাত ফেরি
- তারিখ :- ২ অক্টোবর,২০১৯
- স্থান :- রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গন থেকে
- সময় :- সকাল ৬.৩০ মিনিট

রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান
- তারিখ :- ২ অক্টোবর,২০১৯
- স্থান :- রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন,(১ নং প্রেক্ষাগৃহ)
- সময় :- বেলা ১২ টা

উদ্‌বোধক তথা প্রধান অতিথি : শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।
সম্মানিত অতিথি : শ্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় মন্ত্রী, রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা।
সভাপতি : শ্রী রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা।
বিশেষ অতিথি : শ্রী উসুরুপতি ভেঙ্কটেশ্বরলু, আইএএস, মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা।
বিশেষ অতিথি : শ্রী এম. এল. দে, আইএএস, সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।
বিশেষ অতিথি : শ্রীমতী সৌম্যা গুপ্তা, আইএএস, সচিব, শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা।
বিশেষ অতিথি ও মুখ্য আলোচক : ড. দীপান্বিতা চক্রবর্তী, অধ্যক্ষা, নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুর।

গান্ধিজীর জীবন দর্শন ও চিন্তাভাবনা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই অনুষ্ঠানে "গান্ধি পুরস্কার-২০১৯" প্রদান করা হবে। এছাড়া, আগরতলা পুর-নিগম এলাকার নির্বাচিত ৬টি বিদ্যালয়, ২টি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হোক এই প্রভাত ফেরি ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান।

তারিখ :- /০৯/২০১৯
ICA/D-1035/2019-20

বিনীত
27.9.19
(শ্রী ইউ. কে. চাকমা)
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ত্রিপুরা আর্টিজেন কনক্লেভ অ্যান্ড ব্যাম্বু ইনভেস্টরস মীট আজ

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন আগরতলায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ 'ত্রিপুরা আর্টিজেন কনক্লেভ অ্যান্ড ব্যাম্বু ইনভেস্টরস মীট'-এর আয়োজন করছে। এই উদ্যোগের দুটি বিভাগ রয়েছে। সকাল ১০ টায় আগরতলার স্টেট গেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হবে বাঁশ ক্ষেত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তি বিশেষ করে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে 'ব্যাম্বু ইনভেস্টরস মীট' যাতে ত্রিপুরা ছাড়াও বাইরের ২৫ জন বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করবেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে বাঁশ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা, কিভাবে এক্ষেত্রে আরও মূল্য যুক্ত করা যায়, বাঁশজাত দ্রব্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

অন্যদিকে, ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় রবীন্দ্র ভবনের হল নং-১-এ অনুষ্ঠিত হবে ব্যাম্বু আর্টিজেন কনক্লেভটি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন বন ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিরা। এখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫০০ বাঁশ ক্ষেত্রের শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। হলেন বাইরে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন বাঁশজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হবে। শিল্পীদের জাতীয় ব্যাম্বু মিশনের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে এবং সরকারি ই-মার্কেটিং পোর্টাল-এ (জি ই এম) রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করার জন্য হেলপ ডেস্ক খোলা হবে। তাছাড়া ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশন(হ্যান্ডিক্রাফটস) শিল্পীদের 'পেহেচান কার্ড' বা অ্যার্টিজেন কার্ড দেওয়ার জন্য নথিভুক্ত করবে। জাতীয় ব্যাম্বু মিশনের তরফে শিল্পীদের হাতে টুল কীট তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার বাঁস ক্ষেত্রের বিকাশে জাতীয় ব্যাম্বু মিশন চালু করে। ত্রিপুরায় এই প্রকল্পের রূপায়ণ করছে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তির আবরণ উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। কৈলাসহর পুর পরিষদের উদ্যোগে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তির সংস্কার কাজ ও পূনঃ প্রতিষ্ঠা করে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। কৈলাসহর পুর পরিষদ শাসক দল বিজেপি'র দখলে যাওয়ার পর থেকেই শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে কৈলাসহর পুর পরিষদ। ১৯৯৪ সালে প্রাক্তন সৈনিক লিগের উদ্যোগে কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোডে পানিচৌকি বাজারের সন্নিকটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে যান চলাচল ও জনসংখ্যা, ফলে মূর্তি প্রতিষ্ঠার স্থানটি অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। পাশাপাশি নিত্যদিনের যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যান চালকদের। অপরদিকে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কৈলাসহর পুর পরিষদ বিজেপি দলের দখলে যাওয়ার পরেই শহরের বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তির সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ন্যেয়া হয়। কৈলাসহর পুর পরিষদের উদ্যোগে নাগরিক সভার মাধ্যমে নব প্রতিষ্ঠিত মূর্তির স্থান নির্ধারিত হয়। বেশ কয়েক মাস যাবৎ টানা কাজকর্মের পর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আবেগ জড়িত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বুলবুল চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে, কৈলাসহর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা কৈলাসহর মহকুমা শাসক ডাঃ বিশাল কুমার, প্রাক্তন সৈনিক লিগ ঊনকোটি জেলা সম্পাদক হিমাংশু শেখর সোম, সহ কৈলাসহর পুর পরিষদের ওয়ার্ড কাউন্সিলার, প্রাক্তন সৈনিক লিগের অন্যান্য সদস্য ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ। বক্তব্য রাখতে কৈলাসহর

ছয়ের পাতায় দেখুন

আসন্ন দুর্গোৎসবের সামনে রেখে রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাব এভাবেই প্রস্তুতি চলছে। ছবি- নিজস্ব।

ই-সিগারেট নিষিদদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর।। যুব সমাজের স্বার্থে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত, মন কি বাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে নবরাত্রি উপলক্ষ্যে কন্যা সন্তানদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলেছেন দেশবাসীকে। দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অপরিসীম উল্লেখ করেই এই অনুরোধ বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ছেন প্রধানমন্ত্রী। ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানে সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছেন যুব সমাজের স্বার্থেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। সরকার কোনওভাবেই চায় না দেশের যুব সমাজের কোনও ক্ষতি হোক। অথচ ই-সিগারেট ক্রমাগত সেই ক্ষতি করে চলেছিল। সে কারণেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তামাক সেবনের নেশা ছাড়তে যুবারা ই-সিগারেটের দিকে ঝুঁকছিলেন। তাঁদের মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল ই-সিগারেট মাদকের চেয়ে ভাল। কিন্তু ফল হচ্ছিল উল্টো। ই-সিগারেট তাঁদের অজান্তেই ক্ষতি করে চলেছিল। ক্রমশ বাড়ছিল ই-সিগারেটের বিক্রি। দেশে একাধিক সংস্থার ই-সিগারেট বিক্রি করতে শুরু করেছিল। সে কারণেই বাধ্য হয়েই এটা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ই-সিগারেটে ব্যবহার এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানের নবরাত্রি উপলক্ষ্যে কন্যা সন্তানদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলেছেন দেশবাসীকে। দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অপরিসীম উল্লেখ করেই এই অনুরোধ বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

নারীর নিরাপত্তা যখন আজও প্রশ্নচিহ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। নারীর নিরাপত্তা যখন আজও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মেয়েরা ঘর থেকে বের হতেই অভিবাবকদের চিন্তা শুরু হয়, যে মেয়েটা যেন মঙ্গল মতো ঘরে ফিরে আসে। রাজধানী আগরতলা বলুন, কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। তার জন্য হয়তোবা অনেকেই সরকার বা পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করবে। কিন্তু আদতে এই সমাজে বিরাজমান নরকিটগুলির কারণে, মানবতা আজ নীরবে নিভৃতে কাঁদে। রাজধানী আগরতলায় যখন দশ অসুর মিলে এক দুর্গার সতিত্ব হরণ করে, ঠিক সেই সময়ই মেয়েদের সচেতনতা বাড়াতে কালাছড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম শনিছড়ায় মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে করে তারা লম্ফট দুশ্চরিত্র মানুষ রূপি জানোয়ারগুলির হাত থেকে বাঁচতে পারে। দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে শনিছড়ার জয়নগর স্কুলে বন্ধু নামক একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। এই একাডেমির উদ্যোক্তা স্থানীয় যুবক দেবাশিস চৌধুরী। মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করা হবে বলে জানাল দেবাশিস নামের এই যুবক। শনিছড়ার মত প্রত্যন্ত গ্রামে এ ধরনের একাডেমির চিন্তাধারা সত্যিই প্রশংসনীয়, লোকার অভিভাকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাছাড়া একাডেমিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীরাও নতুন আশার স্বপ্ন বুনছে। হয়তোবা এই একাডেমি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আগামীদিনে পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে দেশরক্ষার কাজ করবে এই মেয়েরা। একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। সকলেই এ ধরনের প্রয়াসের প্রশংসা করেন। বলতে গেলে, সামাজিক অবক্ষয়ের এই জটিল পরিস্থিতিতে মেয়ে ও মহিলাদের নিরাপত্তা যেখানে প্রশ্নচিহ্নের মুখে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এরকম একাডেমির চিন্তাধারা প্রশংসনীয়।

আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি কিন্তু প্লাস্টিক ধ্বংস হচ্ছে না শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার উদ্যোগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ১৫০ তম জন্মদিনকে সামনে রেখে প্লাস্টিক ব্যবহার বিরোধী এক সচেতনতা র‍্যালির উদ্বোধন করলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ। র‍্যালিটি শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ২০১৪ সালের ১৫ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প শুরু করেছিলেন। সেদিন প্রধানমন্ত্রী ২০২৫ সালের মধ্যে এই দেশকে প্লাস্টিক মুক্ত করে এক স্বচ্ছ ও নির্মল ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন তৎসঙ্গে দেশের সকল নাগরিকদের এতে সামিল হয়ে এটি যেন জন আন্দোলনের রূপ নেয় তারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারপর থেকেই দেশের সকল স্তরের মানুষ, জননেতা, চিত্র তারকা, ক্রীড়াবিদ, শিক্ষাবিদ এই অভিযানে সামিল হয়েছেন। উনি বলেন আগামী ২রা অক্টোবর জাতির জনকের জন্মদিনে প্লাস্টিক বর্জনের মাধ্যমে আমরা জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করব। প্লাস্টিক আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে বলেও তিনি জানান। মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

গো পালকদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত কালিবাজার কৃষক বন্ধু দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির উদ্যোগে কালিবাজার সংলগ্ন স্থানে এলাকার সমস্ত গো পালকদের উপস্থিতিতে হয় বার্ষিক সাধারণসভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডাইরেক্টর ডি, কে চাকমা, গৌমতী দুগ্ধ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সমন ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়লাল দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে ১০৮ জন গোপালকের মধ্যে প্রায় আট লক্ষ টাকার অর্থ রাশি বিতরণ করা হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর। শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসন ও নড়েচড়ে বসেছে। পশ্চিম থানার পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানে প্রচুর বিলেদি ও দেশি মদ সহ গ্রেপ্তার ৬জন। পুজোকে সামনে রেখে রাজধানীর বটতলা, সূর্য চৌমুহনি, লেইক চৌমুহনি, দুর্গা চৌমুহনি সহ আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় পশ্চিম থানার পুলিশ। আর এই অভিযানেই সূর্য চৌমুহনি থেকে কামান চৌমুহনি যাওয়ার রাস্তায় আটক হয় ৬ জন এবং উদ্ধার করা হয় লক্ষাধিক টাকার অবৈধ দেশি ও বিলেতি মদ।

যান দুর্ঘটনা রুখতে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বহু সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি থেমে নেই বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলিও। রবিবার উদয়পুরের অরুণাচল সংঘের সার্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের রাজারবাগে সড়ক সুরক্ষা উদ্যাপন করা হয়। এই সড়ক সুরক্ষা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে সৌদি

২৯ সেপ্টেম্বর ।। ভারতের ক্রমবর্ধমান বাজারের দিকে নজর রেখেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বার বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সৌদি আরব। পেট্রোক্যামিক্যাল, পরিকাঠামো, কৃষি ও খনি-সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি ডলার(সাত লক্ষ কোটি টাকা) বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সৌদির রাষ্ট্রদূত সউদ বিন মহম্মদ অল সতি এ প্রসঙ্গে বলেন, বিনিয়োগের জন্য ভারত যথেষ্ট আকর্ষণীয় একটি দেশ। তেল, গ্যাস এবং খনিব মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা চলছে। এ দেশে বিনিয়োগের কথা বলতে গিয়ে রিলায়্যান্স ও সৌদির তেল সংস্থা অ্যারামকো-র যৌথ অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সদের মতে, এই দুই সংস্থার অংশীদারিত্ব এটা স্পষ্ট করছে যে ভারতে শক্তির বাজার ক্রমবর্ধমান। আর এর মধ্যে দিয়েই দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেই মনে করেন সউদ।

কূটনৈতিক মহলের ধারণা, সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক বেশ ভাল। যুবরাজের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত রসায়নও খারাপ নয়। কিন্তু এত দিন দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে তার প্রতিফলন খুব একটা দেখা যায়নি। শক্তি থেকে কৃষি—বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌদি থেকে বিনিয়োগ টানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল নয়াদিল্লি। সম্প্রতি মোদির সৌদি সফরও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ লি। সেই সফরে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। মোদির সৌদি সফরের পরই সে দেশের পক্ষ থেকে এমন একটা বড় ঘোষণা ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সৌদি আরব। ভারতের ১৭ শতাংশ অপরিশোধিত তেল এবং ৩২ শতাংশ গ্যাসের চাহিদা মেটায় সৌদি। তবে এবার এর বাইরেও বারতের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও বাণিজ্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে নামার চেষ্টা চালাচ্ছে সৌদি। তাই ভারতের বাজারে পেট্রোকেমিক্যাল, কৃষি, পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ করতে চাইছে বলেও জানান সউদ।

ওপারের জমি দখল করতে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ১ যুবককে অপহরণ করল বাংলাদেশের র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে নিজ জমিতে গরু তাড়াতে গেলে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাংলাদেশের বের অপহরণ করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় বিশ্বজিৎ মামলাকার নামে ভারতীয় এক যুবককে। এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিশ্বজিতের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা। উপার্জনশীল একমাত্র ছেলের এই অবস্থায় দিশেহার বিশ্বজিতের পরিবার। পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার এর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বের শরণাপন্ন অসহায় বিশ্বজিতের পরিবার। কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মফশ্বর আলীও ঘটনার ঘরর পেয়ে ছুটে যান বিশ্বজিতের বাড়তে।

কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর ব্লকের অধীনে লাটিয়াপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিপুর এলাকাটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাটাতারের বেড়ার পাশেই অবস্থিত। বিশ্বজিৎ গাড়িচালক হলেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে তাদের ২৫ থেকে ৩০ কানি জমি রয়েছে শুধু বিশ্বজিতের পরিবারের নয় এই এলাকার অধিকাংশ মানুষেরই চাষের জমি রয়েছে সীমান্তের ওপারে। অপরদিকে কালিপুর এলাকায় পানীয় জলের সঠিক সুবিধা না থাকায় এলাকার পুরুষ মহিলা অধিকাংশই সীমান্তের ওপারে মনু নদীতে স্নান করে প্রতিনিয়ত। প্রতিদনই এলাকার মানুষ স্নানে যেতে ও চাষবাস করতে যাওয়ার সময় বিএসএফের নিকট নির্দিষ্টি আইডি কার্ড জমা দিয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে ৬২ নাম্বার গেট দিয়ে প্রবেশ করে এবং স্নান করা ও চাষবাযের কাজ শেষ করে বিএসএফের কাছে জমা দেওয়া কার্ড নিয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকা ৯টা থেকে সাড়ে নয়টা নাগাদ বিশ্বজিৎ নিজের কার্ড বিএসএফের কাছে জমা দিয়ে ৬২ নাম্বার গেট দিয়ে ওপারে নদীতে স্নান করেছিল ঠিক সেসময়ই বাংলাদেশের এক যুবককে বলে যে তোমার ক্ষেতের ফসল গরু ঢুকে সব খেয়ে ফেলছে। এই কথা শোনা মাত্রই বিশ্বজিৎ তার ধানের জমিতে গরু তাড়াতে যায়। কিন্তু গিয়ে ধানের জমিতে কোন গরু দেখতে পায়নি। অপরদিকে নিজ জমিতে পৌঁছা মাত্রই বাংলাদেশের রেব বাহিনী বিশ্বজিৎকে ঘিরে ফেলে জোর করে ধরে নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনা কালিপুর গ্রামের গ্রামবাসীরা স্বচক্ষে দেখতে পায়। কারণ ওই সময় বেড়ার ওপারে মাছ ধরতে ও জমিতে চাষবাস করার জন্য কালিপুর এলাকার বহু লোক ছিল। এই অনৈতিক ঘটনা দেখার পরে গ্রামবাসীরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় লাটিয়াপুরা বিএসএফ ক্যাম্পে খবর দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরাও বলেছে বিশ্বজিতের পরনে গামছা ও একটি হাফপ্যান্ট এবং একটি গেঞ্জি ছিল। গ্রামবাসীরা পরবর্তী সময়ে জেলার পুলিশ সুপার, জেলা শাসককে ঘটনাটি জনিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির নেতাদের জানিয়েছে। পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা জানতে পারে যে বাংলাদেশের রেব বাহিনী ধরে নিয়ে ৯০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসিয়ে দেয় ও বিকাল নাগাদ বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করে দেয়। এ ব্যাপারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হাত ধরে রেবের সাথে বিশ্বজিতের একটি ছবি ও একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিও হাতে আসে স্থানীয়দের। বিশ্বজিৎ মালাকার এর বাড়িতে তার এক বৃদ্ধা মা ও তার স্ত্রী ও চার বছরের এক কন্যা সন্তান ও তার ৮৫ বছর বয়স্ক দাদু রয়েছে। অসহায় বিশ্বজিতের পরিবার ও স্থানীয়দের বক্তব্য চকরান্তমূলক ভাবে বিশ্বজিৎকে ফাঁসানো হয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো যাতে কালিপুর এলাকার লোকেরা সীমান্ত পারে তাদের জমিতে চাষ বাস বন্ধ করে দেয় ফলে এই বিস্তীর্ণ উর্বর জমি বাংলাদেশের দখলে চলে যাবে। বিশ্বজিৎকে ফাঁসানোর পূর্ব বাংলাদেসের বিজিবি ও রেব প্রায় সময়ে ভারতীয় নাগরিকদের সীমান্তের ওপারে চাষাবাদ করতে গেলে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করতো ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত। বিশ্বজিতের পরিবারসহ স্থানীয়দের দাবি বিশ্বজিৎকে অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এলাকার সমস্ত কৃষকদের সীমান্তের ওপারে নিজ জমিতে চাষ করা ও ফসল ঘরে আনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ছেলে চোরের সন্দেহে আতঙ্ক এবং মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। একদিকে চোর আতঙ্ক অন্যদিকে ছেলে ধরার গুজব। পুজোর আগে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির মুখে। গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান পুলিশ প্রশাসনের। তবুও সন্দেহ কিংবা আতঙ্ক কমছে না। বহিরাগত লোকজন দেখলে খানিকটা সন্দেহ হলেই হাত তুলছে সাধারণ মানুষ। এ কেমন শিষ্টাচার হিংসার বীজ কেন রোপণ করা হচ্ছে। বিবরণে প্রকাশ গত ২৭ তারিখ কদমতলা বাজারে কাঞ্চন কর্মকার(৩৫) বছরের যুবককে মারধর করা হয়। বাজার ব্যবসায়ীরা তাকে ছেলে ধরা লোক বলে সন্দেহ করে। অথচ ছেলেটি সরল সিধে তার বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলার ক্রিমটি চা বাগানে। সে কদমতলায় বাজার করতে এসেছিল। লোকজন সন্দেহ করে তাকে মারধর করে সঠিক সময়ে পুলিড় না পৌঁছলে হয়তো কোন অঘটন ঘটে যেত। সেদিন হয়তো ভাগ্যক্রমে ভিড়ের হিংসার বলি হয়নি সে। মারধোর করার পাশাপাশি তার উপার্জিত ২০০০ টাকা ও নিয়ে যায় কে বা কাহারা। তদ্রুপ রবিবার কদমতলা পাল পাড়ায় মোহাম্মদ মোজম্মিল(৪০) নামের এক যুবককে আটক করে এলাকাবাসী। তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মেরটে। পুলিশের বিট পেট্রোলিং মোবাইল স্টাফেরা তড়িঘড়ি খবর পেয়ে এই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মেজাম্মিল কম্বল ব্যবসার জন্য ত্রিপুরা এসেছিল তার সাথের ব্যক্তি তাকে ফেলে চলে যায় বলে সে পুলিশকে জানিয়েছে। ছেলে ধরা সন্দেহে অপরিচিত লোকদের মারধরের ধটনা যেকোনো সময় কদমতলা থানা এলাকার পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে পারে। আইন হাতে না তুলে নেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। কদমতলা থানার ওসির বক্তব্য ছেলেধরা একটা গুজব ছড়ানো হচ্ছে কিন্তু আদতে এধরনের কোন ঘটনা নয় কদমতলা থানা এলাকায়। শুধু শুধু

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।